বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৬

odhikar
অধিকার

বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত ছবি সন্নিবেশিত করে প্রচ্ছদটি প্রস্তুত করা হয়েছে

বাম দিক (উপর থেকে নিচ)

১. গুমের শিকার ব্যাক্তিদের স্বরণে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ উপলক্ষে ভিক্টিম পরিবারের সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের ফিরে পাওয়ার দাবীতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেন। ছবি ঃ অধিকার, ২৪ মে ২০১৬

২. ছবিঃ যুগান্তর, ১ এপ্রিল ২০১৬, http://ejugantor.com/2016/04/01/index.php (পাতা- ১৮)

৩. ভারতীয় হাই কমিশনারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আসার খবর জানতে পেরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ছাত্র-ছাত্রীরা, ছবিটি সুন্দরবন ধ্বংস করে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র চাই না ফেজবুক পেজ থেকে নেয়া, https://www.facebook.com/SaveSundarbans.SaveBangladesh/videos/713990385405924/

৪. গত ২৮ জুলাই তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ এবং টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ ছবিঃ ডেইলী স্টার, ২৯ জুলাই ২০১৬, http://www.thedailystar.net/city/cops-attack-rampal-march-1261123

ডান দিক (উপর থেকে নিচ)

১. প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বাড়ানোর ফলে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কর্মীদের বিক্ষোভের সময় রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবর কাছে পুলিশের বাধা
http://epaper.thedailystar.net/index.php?opt=view&page=3&date=2016-12-30

২. পটুয়াখালীর কনকদিয়া নারায়ণপাশা প্রাইমারী বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ছিনতাইকৃত ব্যালটবাক্স। ছবি- বাংলার চোখ/স্টার, ২৩ মার্চ ২০১৬, http://www.thedailystar.net/frontpage/5-killed-violence-1198312

৩. গত ২৮ জুলাই তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল, ছবি- সংগৃহীত

৪. রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রতিবাদে ছাত্র-ছাত্রী ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্টদের আয়োজিত সাইকেল র‍্যালিতে পুলিশের জলকামান হামলা। ছবিঃ প্রথম আলো, ১অক্টোবর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/991402/

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে গত ২২ বছর ধরে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। *অধিকার* মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে প্রতি মাসেই মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে। *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে মাসিক প্রতিবেদনগুলো। ২০১৬ এর প্রতি মাসে *অধিকার* এর প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোরই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা এই বার্ষিক প্রতিবেদন।

একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিজান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লংঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং *অধিকার* বিশ্বাস করে ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার লাভ তাঁদের প্র্যাপ্য।

অধিকার তার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ২০১৩ সাল থেকে চরম রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছে। রাষ্ট্রের ক্রমাগত হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও *অধিকার* ২০১৬ সালের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো। অধিকার দেশী-বিদেশী সমস্ত মানবাধিকার কর্মী ও সহযোগী সংগঠনগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, যাঁরা মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পেছনে সহযোগিতা করেছে এবং *অধিকারএর* সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের সহযোগিতা ও সংহতি *অধিকার এর* মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আরো শক্তিশালী করেছেন।

অধিকার এর মাসিক প্রতিবেদনগুলোর বিস্তারিত দেখুন www.odhikar.org

ফেসবুক: Odhikar.HumanRights

সূচীপত্র

পর্যালোচনা ৫

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৬ ..... ৬

মূল প্রতিবেদন ৭

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ৭

সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ৯

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন ১১

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১২

গুম ১৩

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ ১৫

নির্যাতন ১৫

পায়ে সরাসরি গুলি ১৬

গণপিটুনিতে মৃত্যু ১৮

মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাহতকরণ ১৮

সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ১৮

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ১৯

নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ ২০

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নজরদারী ২২

চরমপন্থার উত্থান ২২

গণগ্রেফতার ও কারাগারের অবস্থা ২৩

কারাগারে মৃত্যু ২৩

গণপ্রতিরোধ ২৪

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির প্রতি সহিংসতা ২৪

শ্রমিকদের অধিকার ২৬

নারীর প্রতি সহিংসতা ২৯

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ৩২

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নাগরিকদের গণহত্যা ৩৪

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ৩৫

অধিকার এর সুপারিশসমূহ ৩৬

পর্যালোচনা

এই প্রতিবেদনের মূল পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রহসনমূলক নির্বাচনের কারণে সরকারের নৈতিক ও আইনি ভিত্তি এবং ন্যায্যতা বিতর্কিত অবস্থায় রয়েছে। এটা পুষিয়ে নিয়ে ক্ষমতায় থাকার জন্য মানবাধিকারের তোয়াক্কা না করে সরকার দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যিক স্বার্থ অটুট রাখার প্রয়োজনে শক্তিশালী দেশগুলো এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মৌখিক সমালোচনা করলেও কার্যত কোন স্পষ্ট নৈতিক অবস্থান নিতে পারেনি। যদিও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত রোম সংবিধি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ আরো কয়েকটি সনদ/চুক্তি অনুস্বাক্ষর করেছে। শিশু অধিকার সনদ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদ, নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সনদ/চুক্তি অনুস্বাক্ষর/গ্রহণ করেছে। তবুও বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিম্নগামী। এছাড়াও মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে ব্যাপক সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তৃতীয়বারের মতো জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।[১] অধিকার মনে করে বাংলাদেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠির মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত থাকার ফলে যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে তা শেষ পর্যন্ত আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

[১] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৬

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৬*														
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	১০	১১	৭	৩	২৫	১৩	১৭	৮	১৯	১৮	১৪	১৫১
	গুলিতে নিহত	২	০	০	৪	০	০	০	০	১	০	৩	৩	১৩
	নির্যাতনে মৃত্যু	২	২	০	০	২	১	১	১	০	০	০	২	১১
	পিটিয়ে হত্যা	০	০	০	০	০	০	১	১	১	০	০	০	৩
	মোট	১০	১২	১১	১১	৫	২৬	১৫	১৯	১০	১৯	২১	১৯	১৭৮
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	০	২	৩	০	০	৬	২	০	১	০	০	১৬
গুম		৭	১	৯	১১	১৪	১৪	৫	৭	৪	৭	৮	৩	৯০
কারাগারে মৃত্যু		৮	৩	৪	৫	৯	৫	৫	২	৫	৩	৫	৯	৬৩
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	১	১	২	৪	৪	৪	৩	৫	০	১	১	২৯
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪	০	২	৩	৪	১	৭	৪	৫	১	১	৩৬
	বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	০	২	০	১০	০	০	১	১	০	৩	২২
	মোট	৭	১০	১	৬	৭	১৮	৫	১০	১০	৬	২	৫	৮৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	২	৫	৬	৬	৭	৪	৭	১	১	৩	২	৫৩
	লাঞ্ছিত	৯	১	০	০	০	০	২	৩	০	০	১	০	১৬
রাজনৈতিক সহিংসতা (স্থানীয় সরকার নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংসতাও এতে অন্তর্ভুক্ত)	নিহত	৬	৫	৫০	৩৩	৫৩	২৮	১৪	২	৭	৩	৮	৬	২১৫
	আহত	৪২৯	৫৬৬	২২৬৩	১৩৮১	১৬০৮	১০০১	৪৬২	২৬২	২১৩	১৩২	৩২৭	৪০৯	৯০৫৩
বিবাহিত নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২২	১৯	১৫	১৬	১২	২০	২০	২১	১৩	১৭	১৫	১৬	২০৬
ধর্ষণ		৫৯	৫৭	৬০	৭৭	৭১	৫২	৭২	৪৭	৭৩	৭৯	৫৩	৫৭	৭৫৭
যৌন হয়রানীর (বখাটে কর্তৃক) শিকার		২৭	২৩	২০	২৬	১৬	২০	১৮	১৪	২৬	৩৪	৩৫	১২	২৭১
এসিড সহিংসতা		৪	৪	৩	৪	৪	১	২	৪	৭	৪	৩	০	৪০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১১	৫	৬	৩	৭	২	২	২	৩	৪	৬	৫৩
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার (সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ফেসবুকসহ অনলাইনে লেখার কারণে)		১	৪	০	১	১	১	৪	১৫	২	৪	১	১	৩৫

* *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য হতে সংকলিত

মূল প্রতিবেদন

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১. ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিভিন্ন সরকারি, সাংবিধানিক এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করা শুরু হয়, যা ২০১৪ সালে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর এই দলীয়করণ আরো ব্যাপকতা লাভ করে। ২০১৩ সাল থেকেই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং ১৯৭১ সালে সংগঠিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্তদের বিচার চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়ে ওঠে চরমভাবে উত্তপ্ত ও সংঘাতময়। এই সময় থেকেই দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারন করে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি যে বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন[২] অনুষ্ঠিত হয় তার প্রভাব অব্যাহত থাকে ২০১৬ সালেও। এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার নৈরাজ্য আরও বিস্তৃত করা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের পরিবেশ ধ্বংস করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচন[৩] এবং ২০১৫ সালের সিটি কর্পোরেশন[৪] ও পৌরসভার নির্বাচনে[৫] সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের ব্যাপক ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়াসহ বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপের মাধ্যমে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ২০১৬ সালের মার্চ থেকে শুরু হয়ে ছয় ধাপে জুন পর্যন্ত চলে। এই সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত সংঘাতময়।[৬] বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত হওয়া এই নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংসতা দেশের গ্রামেগঞ্জে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সময় ১৪৩ জন নিহত হওয়া ছাড়াও বহু মানুষ আহত হন। বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে। এরপর ৩১ অক্টোবর ২২টি ছিটমহলসহ ৩৯৯টি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন[৭] অনুষ্ঠিত হয়। বিগত নির্বাচনগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারেও সরকারদলীয় সমর্থকদের ব্যাপক সহিংসতা, কারচুপি ও জালভোট দেয়ার মধ্যে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫ মে পর্যন্ত ২১টি পৌরসভার নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদের দুটি উপ-নির্বাচন[৮] কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়া, সংঘর্ষ ও ব্যাপক অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।[৯] এদিকে এই বছরই সরকার দলীয়

---

[২] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[৩] বিস্তারিত দেখুন *অধিকার*এর বাৎসরিক ২০১৪ সনের মানবাধিকার প্রতিবেদন দেখুন/ http://odhikar.org/annual-human-rights-report-2014-odhikar-report-on-bangladesh/

[৪] বিস্তারিত দেখুন *অধিকার*এর বাৎসরিক ২০১৫ সনের মানবাধিকার প্রতিবেদন দেখুন/ http://odhikar.org/annual-human-rights-report-2015-odhikar-report-on-bangladesh/

[৫] বিস্তারিতের জন্য *অধিকার*এর বাৎসরিক ২০১৫ সনের মানবাধিকার প্রতিবেদন দেখুন/ http://odhikar.org/**পৌরসভা-নির্বাচন-২০১৫-অধি**/

[৬] নির্বাচনের বিস্তারিত রিপোর্ট *অধিকার* এর মাসিক (মার্চ http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩/**,এপ্রিল http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩-2**, মে http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-মে** ও জুন http://odhikar.org/**ছয়-মাসের-মানবাধিকার-প্রত**) মানবাধিকার প্রতিবেদনগুলোতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

[৭] অধিকার এর অক্টোবরের মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে বিস্তারিত বর্ননা রয়েছে/ http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-অক/**

[৮] বিস্তারিতের জন্য অধিকারএর জুলাই মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন দেখুন/ http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-জু**

[৯] বিস্তারিতের জন্য অধিকার এর ফেব্রয়ারি http://odhikar.org/human-rights-monitoring-report-february-2016/,
মার্চ http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩/** ও মে http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-মে** মাসের প্রতিবেদনগুলো দেখুন

লোকদের জেলা পরিষদে চেয়ারম্যান পদে বসানোর জন্য জনগণকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে জেলা পরিষদে প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে আইন করা হয়, যা সংবিধানের ১১[১০] ও ৫৯(১)[১১] অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এই পরোক্ষ ভোটের আগেই ৬১টি জেলা পরিষদের মধ্যে ২১টিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সরকারিদলের নেতারা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন[১২] এবং বাকিগুলোতে সরকারদলীয় প্রার্থীদের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনভাবে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ বর্তমান[১৩] কমিশন নির্বাচনগুলোতে সরকারের অন্যায় কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ না করে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ব্যর্থতা ঢাকতে এই কমিশন নির্বাচনগুলো সুষ্ঠু হয়েছে বলে সরকারের সঙ্গে তালমিলিয়ে বক্তব্য রেখেছে।[১৪] আগামী ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কমিশনের মেয়াদ শেষ হবে এবং নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। ২০১৪ সালের পর অধিকাংশ নির্বাচনই ছিল সহিংসতাপূর্ণ। ২০১৬ সালের ২২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনটি ছিল অন্যতম। এই কমিশনের অধীনে ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জেলা পরিষদ নির্বাচনটি ছিল শেষ নির্বাচন। এই নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ কোন অংশগ্রহণ ছিল না এবং ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা ছাড়া এই নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দল অংশ নেয়নি। এই নির্বাচনটিও সহিংসতার মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে নির্বাচন কমিশন *অধিকারকে* নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দেয়ায় *অধিকার* স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীদের মাধ্যমে নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহ করে যা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও করা হয়েছে। গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু বাংলাদেশে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় বাহিনীও ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা বেপরোয়াভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনে নিয়োজিত রয়েছে।

পটুয়াখালীর কনকদিয়া নারায়ণপাশা প্রাইমারী বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে ছিনতাইকৃত ব্যালটবাক্স। ছবিঃ ডেইলী স্টার ২৩ মার্চ ২০১৬

কেরানীগঞ্জের হযরতপুর ইউনিয়নের নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত শিশু শুভর লাশ নিয়ে স্বজনদের আহাজারি। ছবিঃ নয়াদিগন্ত, ১ এপ্রিল ২০১৬

[১০] প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।

[১১] আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।

[১২] **প্রথম নির্বাচন আজ বিনা ভোটে ২৫৬ জন বিজয়ী**/ নয়াদিগন্ত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/182472

[১৩] কাজি রকিব উদ্দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার

[১৪] নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে: সিইসি/ প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1011587

বরিশাল সদরের রায়পাশা-কড়াপুর ইউনিয়নে পপুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে জাল ভোট দেয়া নিয়ে দুই চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ। ইনসেটে বাবুগঞ্জের মাধবপাশা ইউনিয়নে চন্দ্রদ্বীপ স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রের পাশে পুকুরে ভাসছে ব্যালট পেপার। ছবিঃ যুগান্তর, ২৩ মার্চ ২০১৬

বুথের গোপন কক্ষে কিছু একটা করছেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা। তার বাম হাতে ছিল একটা পুরো ব্যালট বই, ডান হাতে দ্রুত মারছিলেন সিল। ছবিঃ মানবজমিন, ১ এপ্রিল ২০১৬

সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন

২. বর্তমান সরকার যেকোন ভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য যে মরিয়া তা এই সহিংস ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনই প্রমাণ করে। যেহেতু সরকার প্রশাসনকে তার দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকছেনা, তাই মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বেড়েই যাচ্ছে। ফলে ২০১৬ এর পুরো বছর জুড়েই তাই সরকারিদলের নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও সহিংসতা ছিল অব্যাহত । এইসময় সারাদেশে সরকারী দল সমর্থিত ছাত্র ও যুব সংগঠনের নেতা-কর্মীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পায়। তারা বিরোধীদলের নেতাকর্মী, নারী ও শিশু এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা করে এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলকে কেন্দ্র করে অসংখ্য অন্তর্দলীয় কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় তাদেরকে মারনাস্ত্র ব্যবহার করতেও দেখা গেছে যা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।[১৫] এরা চাঁদাবাজি, টেন্ডার ও জমি দখল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহিংসতাসহ নারীর প্রতি সহিংসতার অনেকগুলো ঘটনা ঘটায়।

●৩ অক্টোবর সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের স্নাতক (পাস) দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী খাদিজা বেগমকে প্রকাশ্যে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক বদরুল আলম। খাদিজার ওপর বর্বর হামলার ঘটনায় বিভিন্ন মহল থেকে সারাদেশে ব্যাপক প্রতিবাদ হওয়ার কারণে বদরুলকে বিচারের সম্মুখিন করা হয়।[১৬]● মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের ৯নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ওয়াহিদুজ্জামান বাবুলের সঙ্গে শহর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন সাগরের মধ্যে বিরোধের জের ধরে ১২ জুন পাঁচঘড়িয়াকান্দি গ্রামে সাজ্জাদ হোসেন সাগরের সমর্থক রং মিস্ত্রি জনি শেখকে বাড়ি থেকে বের করে এনে গুলি করে হত্যা করে ওয়াহিদুজ্জামান বাবুল, মুন্সিগঞ্জ সরকারি হরগঙ্গা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি নিবিড় আহমেদ ও অপু। এই সময় এলোপাথারী গুলিতে কালু বেপারী (৩০) ও ভ্যানচালক মানিক সরকার গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশ তিনটি বিদেশী পিস্তল, ৪টি গুলির ম্যাগজিন ও ২৩ রাউন্ড গুলিসহ ওয়াহিদুজ্জামান বাবুল, নিবিড় আহমেদ ও অপুকে গ্রেফতার করে।[১৭] পরবর্তীতে নিবিড় জামিনে

[১৫] No arrests or charges yet in illegal use of arms, en.prothom-alo 29 October 2016, http://en.prothom-alo.com/bangladesh/news/126965/No-arrests-or-charges-yet-in-illegal-use-of-arms

[১৬] বদরুলের বিচার শুরু/ মানবজমিন ৩০ নভেম্বর ২০১৬/ http://mzamin.com/article.php?mzamin=42564

[১৭] **মুন্সীগঞ্জে আওয়ামী লীগ দু গ্রুপের দ্বন্দ্বে নিহত** মানবজমিন, ১৩ জুন ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=18163&cat=9/

জেল থেকে ছাড়া পায়। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ মুন্সিগঞ্জ সরকারি হরগঙ্গা কলেজ ছাত্রবাসে পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিবিড়ের কক্ষ থেকে দেশী-বিদেশী আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল পরিমান গুলি ও ফেনসিডিল উদ্ধার করে।[১৮]

মুন্সীগঞ্জ সরকারী হরগঙ্গা কলেজ ছাত্রাবাসের দুটি কক্ষ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্র, গুলি ও মাদক, ছবিঃ যুগান্তর ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬

সহিংসতার ধরন	বছর					মোট
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত	১৬৯	৫০৪	১৯০	১৯৭	২১৫	১২৭৫

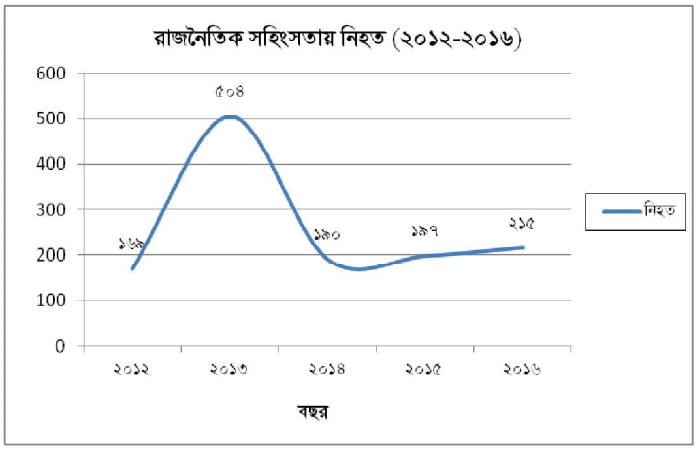

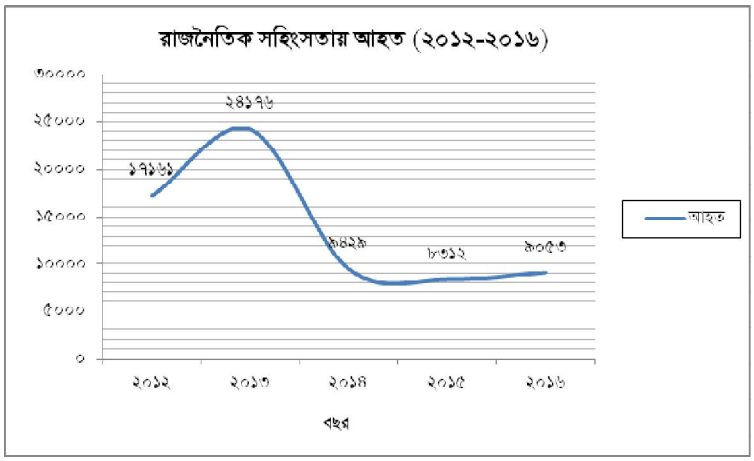

গ্রাফ- ১: রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত (২০১২-২০১৬)

গ্রাফ - ২: রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত (২০১২-২০১৬)

উপরেল্লিখিত রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ২০১৪ সালের নির্বাচন সামনে রেখে পুরো ২০১৩ সালে যে সহিংসতা ঘটেছে তাতে নিহতের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত বেশী। এই সহিংসতায়

[১৮] **মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ ছাত্রাবাসে অভিযান: ছাত্রলীগ সভাপতির কক্ষ থেকে অস্ত্র গুলি ও মাদক উদ্ধার** যুগান্তর ২৬ ডিসেম্বর ২০১৬/ http://ejugantor.com/2016/12/26/, http://ejugantor.com/2016/12/26/3/details/3_r5_c5.jpg

৫০৪ জন নিহত হন। কিন্তু ২০১৪ সালে রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা কমলেও ২০১৫-২০১৬ সালে তা আবার বাড়তে থাকে।

রাজনৈতিক সহিংসতা: দলীয় অন্তর্কোন্দল সংঘর্ষের পরিসংখ্যান (২০১২-২০১৬)						
বছর	অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে নিহত		অন্তর্দলীয় সংঘর্ষে আহত		সর্বমোট অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের ঘটনা	
	আওয়ামীলীগ	বিএনপি	আওয়ামীলীগ	বিএনপি	আওয়ামীলীগ	বিএনপি
২০১৬	৭৩	৩	৩৫৮৬	২৩২	৩৩৫	১৫
২০১৫	৪০	২	৩৮৮৪	১৫৭	৩৬৪	১১
২০১৪	৪৩	২	৪২৪৭	৩৯৭	৩৭৪	৩৯
২০১৩	২৮	৬	২৯৮০	১৫৯২	২৬৩	১৪০
২০১২	৩৭	৬	৪৩৩০	১৬১৯	৩৮২	১৪৬
মোট	**২২১**	**১৯**	**১৯০২৭**	**৩৯৯৭**	**১৭১৮**	**৩৫১**

রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নিপীড়ন

৩. ২০১৬ সালে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও দায়মুক্তির কারণে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, অবৈধ আটকাদেশ এবং কারাগারে মৃত্যুর অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অমানবিক আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

২০১২-২০১৬ সালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো কর্তৃক নিপীড়ন ও সহিংসতার পরিসংখ্যান

সহিংসতার ধরন	বছর					মোট
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	৭০	৩২৯	১৭২	১৮৫	১৭৮	৯৩৪
গুম	২৬	৫৩	৩৯	৬৬	৯০	২৭৪*
কারাগারে মৃত্যু	৬৩	৫৯	৫৪	৫১	৬৩	২৯০

* সর্বমোট গুমের শিকার ২৭৪ ব্যক্তির মধ্যে ৩৫ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ১৫৯ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বা গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৮০ জনের এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

সূত্র: অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান

২০১২-২০১৬ সালের মধ্যে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো কর্তৃক নিপীড়ন ও সহিংসতার পরিসংখ্যান

সহিংসতার ধরন	বছর					মোট
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	৭০	৩২৯	১৭২	১৮৫	১৭৮	৯৩৪
গুম	২৬	৫৩	৩৯	৬৬	৯০	২৭৪*
কারাগারে মৃত্যু	৬৩	৫৯	৫৪	৫১	৬৩	২৯০

* সর্বমোট গুমের শিকার ২৭৪ ব্যক্তির মধ্যে ৩৫ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ১৫৯ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বা গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং ৮০ জনের এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

সূত্র: অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান

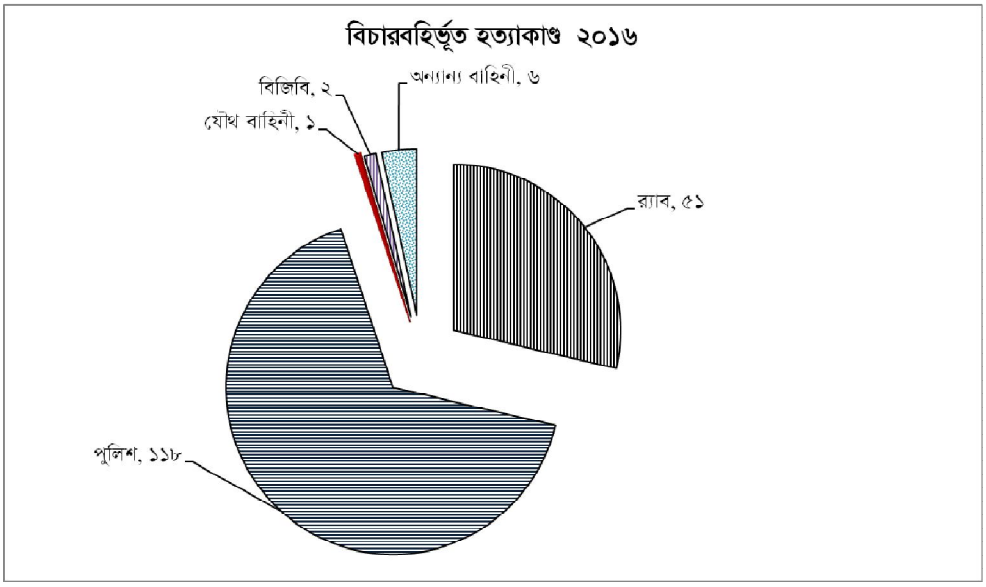

গ্রাফ- ৩: ২০১৬ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

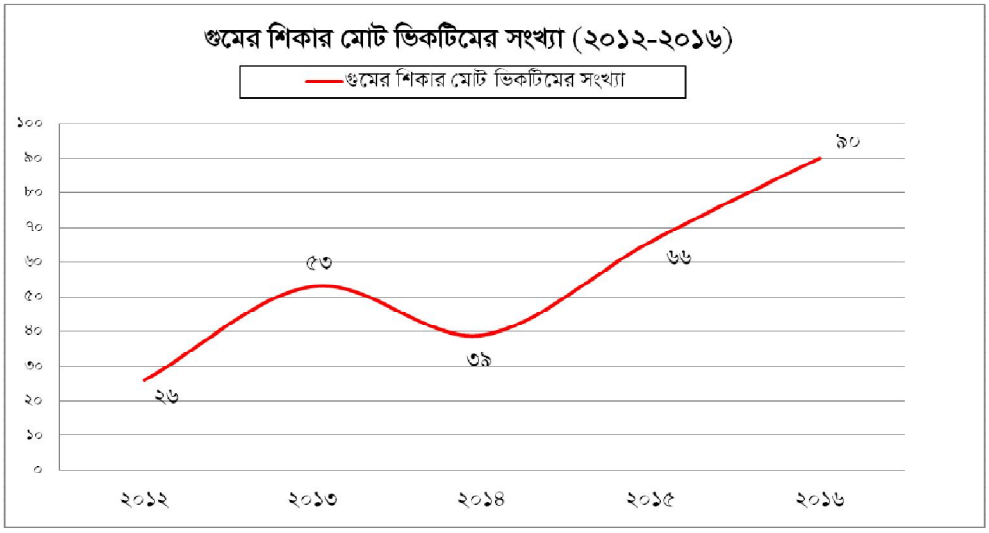

গ্রাফ- ৪: গুমের শিকার মোট ভিকটিমের সংখ্যা (২০১২-২০১৬)

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৪. দেশের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে রুল জারি করা হলেও ২০১৬ সালে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[১৯] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[২০] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ভিকটিম পরিবারগুলোর ব্যাপক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই ঘটনাগুলোকে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' হিসেবে প্রকাশ করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়মুক্তি ভোগ করছে। নিহতদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন অভিযুক্ত মূল ব্যক্তিদেরও আইন-আদালতের প্রক্রিয়ায় না এনে 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ার' এর নামে হত্যা করা হয়েছে। এরফলে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা যায়নি বা মূল ব্যক্তিদের আড়াল করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

[১৯] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[২০] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তিকে কেয়াল-খুশিমত জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

●১৯ জুন গভীর রাতে ঢাকার খিলগাঁও থানার মেরাদিয়ার বাঁশপট্টিতে ব্লগার অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত শরীফুল ইসলাম শরীফ গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়েছেন বলে এক সংবাদ সম্মেলন করে দাবি করেন ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল বাতেন।[২১]*● ৪ অগাস্ট ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইলের ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কের ডাংরির বন্দ এলাকায় 'বন্দুকযুদ্ধে' দুই ব্যক্তি (পুলিশের হাতে আগেই আটক বলে জানা গেছে) নিহত হয়েছেন বলে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) দাবি করেছে। নিহত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন ছিলেন ৭ জুলাই শোলাকিয়া ঈদগাহের কাছে হামলার সময়*[২২] *গুলিতে আহত হয়ে আটক শফিউল ইসলাম।*[২৩]

শফিউল ইসলাম, ছবিঃ প্রথম আলো, ৫ অগাস্ট ২০১৬

গুম

৫. ২০০৯ সাল থেকে মানবতা বিরোধী অপরাধ গুম[২৪] আবার শুরু হয়ে[২৫] পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমাগতবেড়েই চলেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরেই কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে

---

[২১] **ফাহিমের পর শরীফও ক্রসফায়ারে** মানবজমিন, ২০ জুন ২০১৬/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=19406&cat=2/

[২২] ৭ জুলাই ঈদুল ফিতরের দিন কিশোরগঞ্জ জেলার শোলাকিয়ায় দেশের সর্ববৃহৎ ঈদগাহ ময়দানের কাছে সবুজবাগ এলাকায় মুফতি মোহাম্মদ আলী (রহ) জামে মসজিদ মোড়ে ভোর থেকে চেক পোস্ট বসিয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন ১০-১২ জন পুলিশ। সকাল আনুমানিক পৌনে ন'টায় নামাজ পড়তে আসা মানুষের ভিড়ে মিশে যেয়ে এক তরুণ ব্যাগ নিয়ে চেকপোস্ট পেরোনোর চেষ্টা করলে তার গতিরোধ করে দায়িত্বরত এক পুলিশ সদস্য। তখন ওই তরুণ পুলিশের ওপর চড়াও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বোমার বিস্ফোরণও ঘটায়। এরপর পুলিশের সঙ্গে আরো কয়েকজন তরুণের গুলিবিনিময় হয়। এই ঘটনায় পুলিশের দুই কনস্টেবল জহিরুল ইসলাম তপু ও আনসারুল হক নিহত হন। পুলিশের সঙ্গে গুলিবিনিময়ের সময় আবির রহমান নামে একজন 'চরমপন্থী' এবং গোলাগুলির মধ্যে পড়ে স্থানীয় অধিবাসী ঝরণা রাণী ভৌমিক নামে একজন নারী নিহত হন। পুলিশ ও র‍্যাব অভিযান চালিয়ে গুলিতে আহত শফিউল ইসলামসহ চারজনকে আটক করে।

[২৩] **'বন্দুকযুদ্ধে' শোলাকিয়ার হামলাকারীসহ দুজন নিহত** প্রথম আলো ৫ অগাস্ট ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/936508/

[২৪] গুম হওয়া থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক সনদ-এর অনুচ্ছেদ এই সনদের উদ্দেশ্যের নিরিখে, 'গুম করা' বলতে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন, সাহায্য অথবা মৌনসম্মতির মাধ্যমে কার্যত রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি বা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘটিত গ্রেফতার, বিনা বিচারে আটক, অপহরণ অথবা অন্য যে কোন উপায়ে স্বাধীনতা হরণকে বোঝাবে; যা কিনা সংঘটিত হয় স্বাধীনতা হরণের ঘটনা অস্বীকার অথবা গুম করা ব্যক্তির নিয়তি এবং অবস্থানের তথ্য গোপন করে তাকে আইনী রক্ষাকবচের বাইরে রাখার ঘটনাগুলোর দ্বারা।

[২৫] ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্যাপক গুমের ঘটনা ঘটেছে যা যুদ্ধ পরবর্তীকালেও অব্যাহত থেকেছে। এরপরও পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সরকারের আমলেই গুমের ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান এবং ১৯৯৬ সালে ক্ষুদ্রজাতি গোষ্ঠির নেত্রী কল্পনা চাকমা অন্যতম। সাম্প্রতিককালে এটি পুনরায় আবির্ভূত হয়েছে।

যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করেছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া গেছে। এই ঘটনাগুলো নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৯[২৬] ও ১৬[২৭] এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১[২৮], ৩২[২৯] ও ৩৩[৩০] অনুচ্ছেদের চরম লঙ্ঘন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্মমভাবে দমন করার কাজে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০১২ সালের তুলনায় প্রতিবছর গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে তাঁদের স্বজনদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবিতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। একই দিনে এই ব্যাপারে সাংবাদিকরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি গুমের বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন, "দেশে গুম বলতে কিছু নেই। যারা গুম হচ্ছে তারা হয় স্বেচ্ছায় পলাতক রয়েছে নতুবা আত্মগোপনে রয়েছে। কিছুদিন পর দেখা যাবে তারা ফিরে এসেছে"।[৩১] স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে গুমের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন, সেখানে তাঁর মন্ত্রণালয়ের তদন্তে ইতিমধ্যেই গুম হওয়ার সত্যতা পাওয়া গেছে[৩২]। কিন্তু গুমের ঘটনায় অভিযুক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের কাউকেই বিচারের সম্মুখিন করা হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের ঘটনা ঘটছে বলে সাম্প্রতিক সময়ে ইউএন ওর্য়াকিং গ্রুপ যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তার মধ্যে বাংলাদেশের নামও রয়েছে।[৩৩]

---

[২৬] প্রত্যেককের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। কাইকে খেয়াল-খুশিমত আটক অথবা গ্রেফতার করা যাবে না। আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট কারণ ও আইনানুগ পদ্ধতি ব্যতীত কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[২৭] আইনের সামনে প্রত্যেকেরই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভের অধিকার থাকিবে

[২৮] আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

[২৯] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[৩০] (১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা

(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিককাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্তকাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নির্বতনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

[৩১] **গুম বলে দেশে কোনো শব্দ নেই** : **স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী** যুগান্তর ৫ ডিসেম্বর ২০১৬/ www.jugantor.com/news/2016/12/05/82553/

[৩২] **স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন যুবলীগ নেতা তুষারকে গুমের ঘটনায় র‍্যাব তাড়িত** প্রথম আলো, ১২ অগাস্ট ২০১২/
http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-12/news/281302

[৩৩] গত ১৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে উপস্থাপন করা এক প্রতিবেদনে 'ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড অর ইনভলেন্টারি ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেস' মন্তব্য করে যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের ঘটনা বাড়ছে এবং তা 'খুবই ভয়ানক প্রবনতার' দিকে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, 'রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় এই পদ্ধতি সহায়ক'- এমন ভ্রান্ত ধারণার কারণে গুমের ঘটনা বেড়েই চলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সালের মে মাস থেকে ২০১৬ সালের মে মাস পর্যন্ত সময়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ ৭৬৬টি নতুন গুমের ঘটনায় ৩৭টি রাষ্ট্রের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে পাঠিয়েছে। এর মধ্যে ২০টি রাষ্ট্রের ৪৮৩টি ঘটনার ক্ষেত্রে ওয়ার্কিং গ্রুপ আর্জেন্ট এ্যাকশনের মাধ্যমে পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা আগের বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেয়া গুমের সংখ্যার তুলনায় এই বছরের সংখ্যা তিনগুন বেশী। ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৫ সালের মে মাস পর্যন্ত এই চার বছর প্রতিবেদন দাখিলের সময়কালে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, আধা সামরিক বাহিনী ও সশস্ত্র বাহিনী তাদের আটক করেছে, এমনকি তাদের বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে উল্লেখ করে ওয়ার্কিং গ্রুপ ৩৮৪টি গুমের নতুন কেস বাংলাদেশসহ ৩৩টি দেশে পাঠিয়েছে। এই প্রতিবেদন দাখিলের সময় পাঠানো ৩১টি ঘটনার মধ্যে ওয়ার্কিং গ্রুপ কেবলমাত্র একটির উত্তর পায় বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে। এই একটি ঘটনায়, সরকার ওয়ার্কিং গ্রুপকে জানায় যে, জোরপূর্বক গুমের শিকার ব্যক্তি মুক্ত হয়েছেন।

২৯ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুঠি দূর্গাপুর মাদ্রাসার শিক্ষক আবু হুরাইরার (৫৫) লাশ যশোর-চৌগাছা সড়কের আমবটতলা থেকে উদ্ধার করা হয়। আবু হুরাইরার ভাই আবদুল মালেক জানান, ২৪ জানুয়ারি তাঁর ভাইকে তাঁর কর্মস্থল কুঠি দূর্গাপুর মাদ্রাসা থেকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্য পরিচয়ে একদল লোক তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ ছিল না।[৩৪] ১৪ এপ্রিল শেরপুরের ঝিনাইগাতী উপজেলার গারো পাহাড়ের গজনী গ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির সদস্য প্রভাত মারাক (৬০), বিভাস সাংমা (২৫) ও রাজেস মারাক (২২) কে ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায় এবং এখন পর্যন্ত তাঁদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।[৩৫]

প্রভাত মারাক, বিভাস সাংমা, রাজেস মারাক, ছবিঃ প্রথম আলো ২২ এপ্রিল ২০১৬

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ

নির্যাতন

৭. ২০১৬ সালে পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, হত্যা ও হয়রানী করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যদিও এই সব অভিযোগের পরিসংখ্যান প্রাপ্ত তথ্যের থেকে অনেক গুণ বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ সংবাদ মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ায় সব খবর প্রকাশিত হচ্ছে না। তাছাড়া ভিকটিম এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা পুনরায় নির্যাতনের শিকার হওয়া এবং হয়রানির ভয়ে ঘটনাগুলো জনসম্মুখে প্রকাশ করছেন না। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও নির্যাতনের বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। গত ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা[৩৬] প্রণয়ন করে দিয়েছে, যদিও তা মানা হচ্ছে না।

---

[৩৪] **৩৫ দিন পর জামায়াত নেতার লাশ উদ্ধার** প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০১৬/ http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/784882/

[৩৫] **আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পরিচয়ে ধরে নেওয়ার অভিযোগ আট দিনেও সন্ধান নেই তিনজনের** প্রথম আলো, ২২ এপ্রিল ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/837235/

[৩৬] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১০ নভেম্বর ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন ।[৩৬]

৯ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের যোগাযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তা গোলাম রাব্বী ঢাকায় তাঁর নিজের বাসায় ফেরার পথে মোহাম্মদপুর থানার এসআই মাসুদ শিকদারসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাঁকে আটক করে এবং 'ক্রসফায়ারে' দেয়ার হুমকি দিয়ে টাকা দাবি করে। গোলাম রাব্বী টাকা না দেয়ায় তাঁকে থানায় নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩৭]

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা গোলাম রাব্বী, ছবিঃ প্রথম আলো, ২৯ জানুয়ারী ২০১৬

চট্টগ্রামে গ্রেফতারের পর মোহাম্মদ মুছা নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ ওঠায় গত ১৫ নভেম্বর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম আবু সালেম মোহাম্মদ নোমান। মুসা আদালতে জানান, গ্রেফতারের পর পতেঙ্গা থানার এসআই মাজহারুল হক, এএসআই নুরনবী ও পার্থ রায় চৌধুরী তাঁকে ইলেকট্রিক শক দিয়ে নির্যাতন করেছেন।[৩৮] ১৮ ডিসেম্বর জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলার পাহাড়ীপাতাল গ্রামের সোহেল রানা নামের এক জেলেকে মেলান্দহ থানা পুলিশ মাদক মামলায় গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের কয়েক ঘন্টা পর সোহেল রানা থানা হাজতে মারা যান। সোহেল রানার পরিবারের অভিযোগ তাঁকে পুলিশ নির্যাতন করে হত্যা করেছে। নিহতের ঘাড়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে পরিবারের সদস্যরা দাবি করেন।[৩৯]

পায়ে সরাসরি গুলি

৮. ২০১৩ সাল থেকে মূলত: বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের দমন করতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পায়ে গুলি করা শুরু করে যা ২০১৬ সালেও অব্যাহত ছিল। ইতিমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে অনেকেই পঙ্গুত্ববরণ করেছেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ছাড়াও মানবাধিকার কর্মী এবং সাধারণ মানুষও এই ধরনের নৃশংস পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

[৩৭] **রাব্বী মামলা করার নির্দেশ** যুগান্তর, ২৯ জানুয়ারি ২০১৬/ http://www.jugantor.com/last-page/2016/01/29/7320/

[৩৮] **আসামি নির্যাতন তিন পুলিশের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ** প্রথম আলো, ১৫ নভেম্বর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1021403/

[৩৯] DEATH IN POLICE CUSTODY:Police form probe body, family to file case against police/নিউএজ, ২১ ডিসেম্বর ২০১৬/ http://www.newagebd.net/article/5270/police-form-probe-body-family-to-file-case-against-police

●৩১ মার্চ অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলা জেলার মানবাধিকার কর্মী ও এনটিভি'র সাংবাদিক মোহাম্মদ আফজাল হোসেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সংঘাতপূর্ণ এবং জালভোটের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণের সময় সদর উপজেলার রাজাপুর ইউনিয়নের ২নং রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে অবস্থানকালে পুলিশ কনস্টেবল জুলহাস তাঁর পায়ে গুলি করে।[৪০] *● ২ এপ্রিল যশোর জেলার দিকদেনা গ্রামের ইসরাফিল গাজী (৪০) নামে একজন নির্মাণ শ্রমিকের পায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে পুলিশ গুলি করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। পুলিশ পরে গুলিবিদ্ধ ইসরাফিল গাজীকে আটক দেখিয়ে যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করে।*[৪১] *● ৪ অগাস্ট যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলা শাখা ইসলামী ছাত্রশিবিরের দুই নেতা ইস্রাফিল হোসেন ও রুহুল আমিন 'পুলিশ হেফাজতে' গুলিবিদ্ধ হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ইস্রাফিল হোসেন বাম পায়ে এবং রুহুল আমিন ডান পায়ের হাঁটুর নীচে গুলিবিদ্ধ হন।*[৪২]

ভোলা সদর উপজেলার রাজাপুরে নির্বাচনী সংবাদ সংগ্রহের সময় পুলিশের গুলিতে আহত অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মী এবং এনটিভির ভোলা প্রতিনিধি আফজাল হোসেন (ছবি- অধিকার)

পায়ে গুলিবিদ্ধ ইসলামী ছাত্রশিবিরের দুই নেতা ইস্রাফিল হোসেন ও রুহুল আমিন, ছবি: নয়াদিগন্ত, ২১ অগাস্ট ২০১৬

[৪০] বিস্তারিত তথ্যের জন্য অধিকার এর মার্চ ২০১৬ মানবাধিকার প্রতিবেদন দেখুন, http://odhikar.org/**মানবাধিকার-প্রতিবেদন-১-৩/**

[৪১] **যশোরে শ্রমিকের পায়ে পুলিশের গুলি** মানবজমিন, ৪ এপ্রিল ২০১৬ / www.mzamin.com/article.php?mzamin=8336&cat=9/ অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

[৪২] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

গণপিটুনিতে মৃত্যু

৯. আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার কারণে দেশে প্রতি বছরই বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে অনেক মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। ২০১৬ সালেও গণপিটুনি দিয়ে ৫৩ জনকে হত্যা করা হয়। বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা থেকেই মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার ভয়াবহ এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে।

মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ব্যাহতকরণ

সভা-সমাবেশ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

১০. মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে সরকার। ২০১৬ সালে সরকার বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও প্রগতিশীল বিভিন্ন গোষ্ঠির অনেক সভা-সমাবেশ ও মিছিলে বাধা দিয়েছে এবং হামলা চালিয়েছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭[৪৩] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ২১[৪৪] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ ক্ষমতাসীনদলের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাও বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে হামলা চালিয়েছে।[৪৫]

●১৮ অক্টোবর বিশ্বের অন্যতম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের কাছে রামপালে ভারতীয় কোম্পানী ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খোলা চিঠি দেয়ার জন্য তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি মিছিল নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে গুলশানে ভারতীয় দূতাবাস অভিমুখে যাত্রা করে। মিছিলটি মালিবাগ রেলক্রসিং এলাকায় পৌঁছালে পুলিশ টিয়ারগ্যাস ও গরম পানি ছুঁড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এই সময় অনেক নেতা-কর্মী আহত হন।[৪৬]*● ৭ নভেম্বর বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি ৮ নভেম্বর প্রথমে সোহওয়ারর্দী উদ্যানে এবং পরবর্তীতে ১৩ নভেম্বর নয়া পল্টনে তাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে জনসভা করার অনুমতি চাইলেও তা দেয়নি সরকার।*[৪৭]

[৪৩] জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

[৪৪] শান্তিপূর্ণ সামাবেশের অধিকারি স্বীকার করতে হবে। এ অধিকার প্রয়োগের ওপর আইনসম্মত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জননিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনস্বাস্থ্য অথবা নৈতিকতা, অথবা অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের স্বার্থে যা আবশ্যক তা ছাড়া যেরূপ অবশ্য প্রয়োজন সেরূপ ব্যতীতম কো বাধানিষেধ আরোপ করা যাবে না।

[৪৫] *অধিকার* এর মাসিক প্রতিবেদনগুলোতে বিস্তারিত রয়েছে/ www.odhikar.org

[৪৬] তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির মিছিলে পুলিশের হামলা/ যুগান্তর ১৯ অক্টোবর ২০১৬/ http://www.jugantor.com/news/2016/10/19/69292/

[৪৭] আবারো সমাবেশে ব্যর্থ বিএনপি, বিক্ষোভের ঘোষণা/ http://www.bbc.com/bengali/news-37967157

তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির মিছিলে পুলিশের হামলা, ছবিঃ ডেইলী স্টার ১৯ অক্টোবর ২০১৬

তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির মিছিলে পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, ছবিঃ বিপ্লবী ওয়ার্কাস পার্টির ফেসবুক থেকে নেয়া, ১৯ অক্টোবর ২০১৬

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

১১. সংবাদমাধ্যমগুলোতে সরকারের হস্তক্ষেপ বেড়েছে। সরকার অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম, বিশেষতঃ ইলেকট্রনিক মিডিয়া সরকারদলীয় ব্যক্তিদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে, যা বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯[৪৮] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ১৯[৪৯] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন। সাংবাদিকরা বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকির সম্মুখিন হচ্ছেন। তাঁদেরকে গ্রেফতার, দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখা এবং রিমান্ডে নেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। বাংলাদেশে সাংবাদিকতা করার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নতুন নয়। সরকারের নিপীড়ন ও নিবর্তনমূলক

[৪৮] (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

[৪৯] (১)কোনরূপ হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে মতামত পোষণ করার অধিকার প্রত্যেকেরই থাকবে। (২) প্রত্যেকেরই বাক-স্বাধীনতা থাকবে; সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে এ অধিকারের মধ্যে মৌখিক, লিখিতভাবে অথবা মুদ্রিত আকরি, শিল্পকলা অথবা স্বীয় পছন্দমত অন্য কিছুর মাধ্যমে, তথ্য ও সকল প্রকার ধ্যান-ধারণার অন্বেষণ. প্রহণ এবং জ্ঞাত করার স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

আইনের কারণে সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সেল্ফ সেন্সরশিপ বজায় রাখতে হচ্ছে। এমনকি সিনিয়র এবং প্রখ্যাত সাংবাদিকরা এর থেকে রেহাই পাননি।

●১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ডেইলি স্টার এর সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির[৫০] অভিযোগে দেশের বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও আন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ৭৯টি মামলা দায়ের করে।[৫১]● ১৬ এপ্রিল সিনিয়র সাংবাদিক শফিক রেহমানকে তাঁর ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনের বাসবভন থেকে বৈশাখী টিভি'র সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা বিনা ওয়ারেন্টে তাঁকে গ্রেফতার করে।[৫২] ৮২ বছর বয়সী এই সাংবাদিককে দুই দফায় ১০ দিন রিমান্ডে নেয় পুলিশ। ৬ সেপ্টেম্বর শফিক রেহমান সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে জামিন পান।● তিন বছর সাত মাস কারাগারে আটক থাকার পর আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ২৩ নভেম্বর গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে মুক্তি পান।[৫৩] উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল গোয়েন্দা পুলিশ মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেফতার করে।[৫৪]

নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ

১২. গত ৮ বছরে সরকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ করেছে। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। একই সঙ্গে দুর্নীতি, দায়মুক্তি এবং বিভিন্ন নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ২০১৬ সালে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য ঘটনা ঘটানো হয়েছে। এছাড়া সরকার ২০১৬ সালে নিবর্তনমূলক অনেকগুলো আইনের খসড়া তৈরি করেছে, যা আইনে পরিণত হলে নাগরিকদের মানবাধিকার আরো লঙ্ঘিত হবে। জেল-জরিমানার বিধান রেখে 'জাতীয় সম্প্রচার আইন'[৫৫] নামে একটি নিবর্তনমূলক আইনের খসড়া প্রকাশ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন[৫৬] ২০১৬' নামে

---

[৫০] ২০০৭ এর এক-এগারোতে ক্ষমতায় আসা সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার হীন প্রচেষ্টায় একটি সংস্থার নির্দেশনা বাস্তবায়নে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য মাহফুজ আনাম তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় (ডেইলি স্টার) মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য প্রকাশ করেন বলে অভিযোগ করা হয়, যা ছিল প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল বলে জানানো হয়।

[৫১] More cases, summons against Mahfuz Anam /ডেইলি স্টার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/
http://www.thedailystar.net/frontpage/more-cases-summons-against-mahfuz-anam-576499

[৫২] ঢাকার পল্টন থানায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা একটি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁকে প্রথমে ৫ দিন এবং পরবর্তীতে আরো ৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়। ২০ এপ্রিল শফিক রেহমানের স্ত্রী তালেয়া রেহমান সংবাদ সম্মেলন করে শফিক রেহমানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে উল্লেখ করে তাঁর মুক্তি দাবি করেন।

[৫৩] **জামিন মুক্তি পেলেন মাহমুদুর রহমান/** আরটিএনএন, ২৩ নভেম্বর ২০১৬,
http://www.rtnn.net/bangla/newsdetail/detail/1/3/162123#.WD5fb9-y7IW

[৫৪] ২০১০ সালের ২১ এপ্রিল 'চেম্বার জজ মানে সরকার পক্ষের স্টে' এই শিরোনামে আমার দেশ পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশ করায় আদালত অবমাননার একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ একই বছরের ১৯ অগাস্ট মাহমুদুর রহমানকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয়। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল গোয়েন্দা পুলিশ মাহমুদুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করার পর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে কম্পিউটার ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করে ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়। ২০১৫ সালের ১৩ অগাস্ট ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত সম্পদের হিসাব চেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশের জবাব না দেয়ার অভিযোগে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে তিন বছরের কারাদণ্ড ও একলাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করে। সারাদেশে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে মোট ৮১টি মামলা দায়ের করা হয়, যার বেশির ভাগই মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। এরপর বিভিন্ন সময়ে দায়ের করা সবগুলো মামলায় তিনি জামিন পেলেও তাঁকে পুনরায় শ্যোন অ্যারেস্ট দেখিয়ে কারাগারে আটক রাখা হয়। গত ১৬ এপ্রিল সাংবাদিক শফিক রেহমানকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে ও তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে অপহরণ ও হত্যা পরিকল্পনার অভিযোগে দায়ের করা মামলায় গ্রেফতার করা হয়। এরপর এই মামলাতেও মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

[৫৫] 'জাতীয় সম্প্রচার আইন' এর বিধিবিধান বা প্রবিধান লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড এবং কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেয়া হবে। এরপরও সম্প্রচার আইনে অপরাধ চলতে থাকলে প্রতিদিনের জন্য অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। এই আইন লঙ্ঘন করে সম্প্রচার মাধ্যম পরিচালনা করলে লাইসেন্স বাতিল ছাড়াও সর্বোচ্চ ১০ কোটি টাকা জরিমানা করা যাবে বলে উল্লেখ রয়েছে এই খসড়াতে। প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশে এই জরিমানা আদায় করা যাবে। তবে প্রশাসনিক আদেশ বা নির্দেশে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি ক্ষতিপূরণ লাভের অধিকারী হবেন না।

[৫৬] 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকরণ অপরাধ আইন ২০১৬' খসড়া আইনে বলা আছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রচারিত বা প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের দলিল এবং ওই সময়ের যেকোনো ধরণের প্রকাশনার অপব্যাখ্যা বা অবমূল্যায়ন অপরাধ বলে গণ্য হবে। খসড়ায় মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপ্তি ধরা হয়েছে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর। প্রস্তাবিত আইনের দ্বিতীয় উপদফা বলছে, ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যবর্তী সময়ের 'ঘটনাসমূহ' অস্বীকার করা হবে অপরাধ। কিন্তু সেই ঘটনাসমূহ কী, তার কোনো ব্যাখ্যা বা আলোচনা সেই আইনে নেই। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ যেখানে শুরু হয়েছিলো ২৫ শে মার্চ মধ্যরাত থেকে সেখানে ১ লা মার্চ থেকে কেন বলা হচ্ছে তারও কোন ব্যাখ্যা নেই। এর মানে হলো, পুলিশ এবং অভিযোগকারীরা কোনটি 'ঘটনা' আর কোনটি 'বিকৃতি', তা অনুমান করে নেবে। প্রস্তাবিত

নিবর্তনমূলক আরেকটি আইনের প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপর মতামত দিয়ে সেটি সরকারের কাছে উপস্থাপন করেছে আইন কমিশন। প্রেস কাউন্সিলের রায় বা আদেশ অমান্য করলে কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থার প্রকাশনা সর্বোচ্চ তিন দিন বন্ধ রাখা অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা করার বিধান রেখে প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে প্রেস কাউন্সিল।[৫৭] ৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদে নিবর্তনমূলক ও আন্তর্জাতিক আইন পরিপন্থী 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬'[৫৮] পাস হয়। এই আইনের মধ্যে দিয়ে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, দুর্নীতি এবং সরকারের অগণতান্ত্রিক ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার সংগঠনগুলোকে আরো ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে। ২৪ নভেম্বর 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া মন্ত্রীসভা অনুমোদন করেছে। এতে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ-সংক্রান্ত আইনটি পুনর্বিন্যাস ও বাংলায় রূপান্তর করে এই আইনে মেয়েদের বিয়ের নূন্যতম বয়স আগের মত ১৮ বছর রেখে বিশেষ ক্ষেত্রে 'সর্বোত্তম স্বার্থে' আদালতের নির্দেশে এবং মা-বাবার সম্মতিতে কোন বয়স সীমা না রেখেই যেকোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে হতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫৯] ৭ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী এই আইনের পক্ষে সংসদে বক্তব্য রেখেছেন।[৬০] কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থাসহ এই খসড়াটি আইনে পরিণত হলে মেয়ে শিশুর বিয়েকে বৈধতা দেয়া হবে।

১৩. সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সমালোচনাকারীসহ সরকারের বিরুদ্ধে যায় এমন যে কোন তথ্য প্রকাশের ফলশ্রুতিতে কথিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩), বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ প্রয়োগ করেছে এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দিয়ে গ্রেফতার করেছে।

●৩ জুলাই রংপুর নগরীর মাহিগঞ্জ এলাকা থেকে ২৯ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আরিফ জুনায়েদ চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কটূক্তি করার অভিযোগে পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করেছে।[৬১] *● ১ সেপ্টেম্বর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ আসনের ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্য উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীর স্ত্রী অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনকে নিয়ে অসত্য সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে শিক্ষাবিষয়ক অনলাইন পোর্টাল 'শিক্ষা ডটকমের' সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান খানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর বিরোধীতা করে*

এই আইনের খসড়ার ৬(১) ধারায় বলা আছে, 'কাহাকেও প্ররোচনা দিলে বা কোনরুপ সাহায্য করিলে বা কাহারও সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোনো উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, ওই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য ধার্যকৃত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে'। এই আইনে যে কেউ থানায় মামলা করতে পারবেন। আইনে পাঁচ বছরের জেল ছাড়াও কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকছে। এই আইনে করা মামলায় সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচারের নির্দেশনা রয়েছে।

[৫৭] **প্রেস কাউন্সিল আইন (সংশোধন) খসড়া রায় অমান্য করলে পত্রিকা বন্ধ ৩ দিন** যুগান্তর, ৩ মে ২০১৬/
www.jugantor.com/first-page/2016/05/03/29050/

[৫৮] 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬' আইনানুযায়ী সরকারি কর্মকর্তারা এনজিওগুলোর স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিদর্শন পরিবীক্ষণ ও তদারকি করতে পারবেন। এনজিও'র যেসব ব্যক্তি এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিদেশী তহবিল পেতেন তা এই আইনের আওতায় অব্যাহতভাবে নজরদারির মধ্যে রাখা হবে। এই আইনের ৩ ধারায় বলা আছে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য কোন ব্যক্তি বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ করতে গেলে তাঁকে এনজিও ব্যুরোর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ১০(১) ধারায় বলা আছে, ব্যুরো এই আইনের অধীনে ব্যক্তি বা এনজিও কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের অগ্রগতি, সময় সময় পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। ২ উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যুরো মনিটরিং কমিটি গঠন করতে পারবে এবং প্রয়োজনে, বহিঃপর্যবেক্ষণকারী নিয়োগ করতে পারবে। ১৪ ধারায় বলা আছে, কোনো বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি সংবিধান ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পকে বিদ্বেষমূলক বা অশালীন বক্তব্য দিলে বা রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড করলে বা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন, পৃষ্টপোষকতা করলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে এনজিও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থা বা এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে এবং দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে এনজিও বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

[৫৯] **বালাবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৬ খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ বিশেষক্ষেত্রে ছাড়** প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০১৬,
www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1027783

[৬০] Child Marriage: Nothing to worry about new law: PM/ডেইলীস্টার ২৫ নভেম্বর ২০১৬/
http://www.thedailystar.net/backpage/child-marriage-nothing-worry-about-new-law-pm-1326775

[৬১] **রংপুরে ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী ও কটূক্তি করায় ছাত্রলীগ নেতা গ্রেফতার** নয়াদিগন্ত ৫ জুলাই ২০১৬/
http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/133841

তাঁর আইনজীবী বলেন, যথাযথ কাগজপত্রের ভিত্তিতেই শিক্ষা ডটকমে ওই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। মহানগর হাকিম মারুফ হোসেন শুনানী শেষে রিমান্ড নাকচ করে সিদ্দিকুর রহমান খানকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।[৬২]● *সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার পান বিক্রেতা বাবুল আহমেদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 'রাষ্ট্রদ্রোহ' মামলার*[৬৩] *অনুমোদন দেয়ার পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় পুলিশ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, বাবুল আহমেদের কর্মকাণ্ড দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় বর্ণিত অপরাধের শামিল।*[৬৪]● *বাগেরহাট জেলার শরণখোলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে ফেসবুকে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে ১৮ অক্টোবর ছাত্রদলের দুই স্থানীয় কর্মী মোহাম্মদ শামীম হাসান ও মোহাম্মদ নুর হোসেন তালুকদারকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি বেল্লাল হোসেন মিলনসহ ৭ জনকে আসামী করে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬ (২)*[৬৫] *ও ২৫ঘ ধারায় শরণখোলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।*[৬৬]● *ঢাকা জেলার সাভারের আশুলিয়া এলাকায় তৈরী পোশাক শিল্পে অরাজকতা সৃষ্টির উস্কানীর অভিযোগে ২৩ ডিসেম্বর একুশে টিভি ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাভার প্রতিনিধি নাজমুল হুদাকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ। মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন ও ফেসবুকে ভুয়া আইডি খুলে মিথ্যা তথ্য প্রচারের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।*[৬৭]

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নজরদারী

১৪. ২০১৬ তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যাপকভাবে গোয়েন্দা নজরদারী বলবৎ ছিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে নজরদারী করার জন্য র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের 'স্ন্যাপট্রেন্ডস' নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে একটি সফটওয়্যার আনা হয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।[৬৮] এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, গুগল প্লাস, ইউটিউব ও ওয়ার্ডপ্রেসসহ সব ধরনের ব্লগের তথ্য র‍্যাব সংগ্রহ করতে পারবে এবং যে সব পোস্ট সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকারের পক্ষে 'ক্ষতিকর' বলে মনে করা হবে সেই সব পোস্টের সূত্র ধরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার।

চরমপন্থার উত্থান

১৫. মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদমাধ্যম ও সভা-সমাবেশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গুমসহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার হরণসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার কারণে সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয় তা সমাজের একটি অংশকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে *অধিকার* সরকারসহ সবমহলকে বারবার সর্তক করে আসছিল। কিন্তু এরপরও সরকারের দমন-পীড়ন অব্যাহত থেকেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে যে ধরনের চরমপন্থার উত্থান ঘটেছে তা অতীতের সব ঘটনাগুলোকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৩ সাল থেকে ব্লগার হত্যা শুরু হয়। ২০১৬ সালে শিক্ষক, সমকামীদের অধিকার বিষয়ক ম্যাগাজিন এর সম্পাদক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিক, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও হিন্দু পুরোহিতসহ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ২২ জন দেশী ও বিদেশী নাগরিক নিহত হন এবং কিশোরগঞ্জ জেলার শোলাকিয়ায় ঈদুল ফিতরের জামাতের কাছে হামলার

---

[৬২] **শিক্ষা ডটকমের সম্পাদক কারাগারে** মানবজমিন ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=30065&cat=3/

[৬৩] বাবুল আহমেদ ২০১৬ সালের ৬ জানুয়ারি একটি চিঠি লিখেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের কাছে। চিঠিতে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াত ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামীসহ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে তাঁদের খালাস দেয়ার আহ্বান জানান।

[৬৪] **পান বিক্রেতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা** প্রথম আলো, ২ মার্চ ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/786388/

[৬৫] বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬(২) ধারাটি ১৯৯১ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হলেও পুলিশ এই ধারায় মামলা দায়ের করেছে।

[৬৬] **ফেসবুকে কটূক্তি: গ্রেপ্তার ২**মানবজমিন ১৯ অক্টোবর ২০১৬/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=36406&cat=9/

[৬৭] পোশাক শিল্পে অরাজকতা: একুশে টিভির সাভার প্রতিনিধি নাজমুল হুদা গ্রেফতার/ যুগান্তর ২৫ ডিসেম্বর ২০১৬/ http://ejugantor.com/2016/12/25/, http://ejugantor.com/2016/12/25/19/details/19_r2_c4.jpg

[৬৮] **সোশ্যাল মিডিয়া নজরদারিতে র‍্যাব** মানবজমিন, ৯ মে ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=13271&cat=2/

ঘটনায় প্রাণহানী ঘটে।[৬৯] এইসব হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে জুলাই মাসে ঢাকার গুলশান ও কল্যাণপুরে, অগাস্ট মাসে নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায়, সেপ্টেম্বরে ঢাকায় রুপনগর ও আজিমপুরে, অক্টোবরে গাজীপুর ও টাঙ্গাইলে এবং ডিসেম্বরে ঢাকায় আশকোনায় আইন-শৃংখলা বাহিনী অভিযান পরিচালনা করলে নারী ও শিশুসহ ৩৪ জন নিহত হন।

গণগ্রেফতার ও কারাগারের অবস্থা

১৬. সরকার 'চরমপন্থী'দের দমন অভিযানের নামে সারাদেশে গণগ্রেফতার চালিয়েছে। জুন মাসে গণহারে গ্রেফতার করে ১৫ হাজারের বেশি মানুষকে বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। অনেক সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, এমনকি পথচারী ও শিশুরাও সেই সময় গণগ্রেফতারের শিকার হন। ধরপাকড় ও গণগ্রেফতারের ফলে দেশের ৬৮টি কারাগারে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি রাখার কারণে কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়।[৭০]

এরকম গ্রেফতারের শিকার ঢাকার ইব্রাহিমপুরের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মোহাম্মদ আলী (১২) ৮ জুন থেকে নিখোঁজ ছিলো। মোহাম্মদ আলীর মা নূরজাহান বেগম জানান, ছেলেকে না পেয়ে ১০ জুন তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় গিয়ে জানতে পারেন তাঁর ছেলেকে মাদক মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।[৭১]

গণগ্রেফতার করার পর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে গ্রেফতারকৃতদের হাজির করা হচ্ছে
ছবিঃ মানবজমিন, ১৩ জুন ২০১৬

কারাগারে মৃত্যু

১৭. কারাগারে মৃত্যুর ব্যাপারে কোন প্রতিকার পাওয়া যায়নি। প্রায় একই ধারা অব্যাহত রয়েছে ২০১৬ সালেও। কারাগারে চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে কারাগারে যাওয়ার পর কারা কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবে ৬৩ কারাবন্দি মৃত্যুবরণ করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৬৯] বিস্তারিত জানতে জুলাই মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন, http://odhikar.org/মানবাধিকার-প্রতিবেদনঃ-জু/

[৭০] কারাগারে ত্রাহি অবস্থা, নয়াদিগন্ত ১৫ জুন ২০১৬/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/127844

[৭১] গ্রেপ্তার ছাড়িয়েছে ৫০০০: আদালতে স্বজনদের ভিড় উৎকণ্ঠা মানবজমিন, ১৩ জুন ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=18274&cat=2/

গণপ্রতিরোধ

১৮. সরকারের দমন-পীড়নে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড স্তিমিত হলেও এবং আপাত:দৃষ্টিতে তাকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হিসেবে সরকার দাবি করলেও বিপুল জনগোষ্ঠির মধ্যে সরকারের বিভিন্ন গণবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিরাজ করেছে। স্থানীয় পর্যায়ে এই রকম অসন্তোষের ফলশ্রুতিতে জনগণ গণপ্রতিরোধ গড়ে তুললে সরকার তাদের ওপরও দমন-পীড়ন চালিয়েছে। এছাড়া প্রতিবাদী বহু মানুষের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে । ফলে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুযোগও তৈরি হয়েছে।

৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালীর গন্ডামারা এলাকাবাসী বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিরোধিতা করে গন্ডামারা এলাকায় সমাবেশের আয়োজন করলে একই জায়গায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শামসুল আলম ঐ বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের পক্ষে আরেকটি সমাবেশ আহ্বান করেন। এই সময় স্থানীয় প্রশাসন ঐ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করলে এলাকাবাসী ১৪৪ ধারা ভেঙে সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ ও তাদের সঙ্গে থাকা দুর্বৃত্তরা এলাকাবাসীর ওপর গুলি ছুঁড়লে মরতুজা আলী (৫২) ও তাঁর ভাই আংকুর আলী, জাকের আহমেদ (৩৫) ও জহির উদ্দিন গুলিতে নিহত এবং শতাধিক লোক আহত হন।[৭২]

বাঁশখালীর গন্ডামারায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত একজনকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ছবিঃ নিউএইজ, ৫ এপ্রিল ২০১৬

৫ অক্টোবর যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ভবদহ অঞ্চলে জরুরী ভিত্তিতে পানি নিষ্কাশন, খাল প্রশস্তকরণ ও সংস্কার, খাদ্যনিরাপত্তা, পূনর্বাসন নিশ্চিতকরণসহ ৬ দফা দাবিতে ওই এলাকার পানিবন্দি কয়েক হাজার নারী-পুরুষ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নওয়াপাড়ায় যাওয়ার পথে পুলিশ তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ করলে ৫০ জন আহত হন।[৭৩]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির প্রতি সহিংসতা

১৯. ২০১৬ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির নাগরিকদের ওপর হামলা এবং তাঁদের উপাসানলয়-মূর্তি, বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর ও তাতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই সব ঘটনার পেছনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। ২২ এপ্রিল এক

[৭২] **বাঁশখালীতে পুলিশের গুলি : নিহত ৫**/ যুগান্তর, ৫ এপ্রিল ২০১৬/ www.jugantor.com/first-page/2016/04/05/23092/

[৭৩] অধিকার এর অক্টোবর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন এবং **পানি সরানোর দাবি করায় রক্ত ঝরল ভবদহবাসীর** প্রথম আলো ৬ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/995241/

সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদ।[৭৪]

●ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের কৈবর্ত পাড়ার রসুরাজ দাস (৩০) পবিত্র কাবাঘরের ওপর শিবমূর্তির ছবি লাগিয়ে ফেসবুক পাতায় পোস্ট দিয়েছেন এই অভিযোগে ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ১৫টি মন্দির এবং শতাধিক বাড়িঘর ও দোকানপাটের ওপর হামলা, লুটপাট ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।[৭৫] এ ঘটনায় উস্কানি দেয়ার অভিযোগে চাপরতলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী সুরুজ আলী, হরিপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ফারুক মিয়া এবং আওয়ামী লীগ নেতা নাসিরনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল হাশেমকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।[৭৬] ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ২৭ ডিসেম্বর আওয়ামীলীগ নেতা ও নাসিরনগর ইউয়িন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৭৭]●

নাসিনগরে মন্দির ও বাড়িঘর ভাংচুর, ছবিঃ ডেইলি স্টার ৩১ অক্টোবর ২০১৬

৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর চিনিকলের ইক্ষু খামারে একদল শ্রমিক-কর্মচারী চিনিকলের রোপন করা আখ কাটতে গেলে, ঐ জমিতে নতুন করে বসতি গড়ে তোলা সাঁওতাল জনগোষ্ঠির সদস্যরা তাদের বাধা দিলে রংপুর চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এবং পুলিশের সঙ্গে সাঁওতালদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় তিনজন সাঁওতাল নিহত[৭৮] ও অন্তত ৩০ জন আহত[৭৯] হন। ঘটনার দিন বিকেলে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ইক্ষু খামারের জমিতে সাঁওতালদের বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করছে এমন একটি ভিডিওসহ ১১ ডিসেম্বর একটি সংবাদ প্রকাশ করে আলজাজিরা টেলিভিশন।[৮০] ১৪ ডিসেম্বর বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ, সাঁওতালদের ঘরবাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনায় রিট আবেদনকারীদের দাখিল করা এক সম্পূরক আবেদনের প্রেক্ষিতে ঘটনায় কারা জড়িত এবং এতে পুলিশের কোনো সদস্য জড়িত কি না, তা তদন্ত করতে গাইবান্ধার মুখ্য বিচারিক হাকিমকে নির্দেশ দেন। এরপর বিচারিক হাকিম শহীদুল্লাহ এর নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠিত হয় এবং তদন্ত শেষে এই তদন্ত কমিটিকে ১৫ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়।

[৭৪] **হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মানবাধিকার প্রতিবেদন তিন মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ জন খুন হয়েছেন** মানবজমিন, ২৩ এপ্রিল ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/838276/

[৭৫] **নাসিরনগরে ১৫ মন্দির ভাঙচুর** প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1011401/ এবং **ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার পোস্ট; নাসিরনগরে মন্দির বাড়ি ভাংচুর** যুগান্তর ৩১ অক্টোবর ২০১৬, www.jugantor.com/news/2016/10/31/72534/

[৭৬] **নাসিরনগরে আবারও হামলা : পাঁচ বাড়িতে আগুন, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ** যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৬, www.jugantor.com/first-page/2016/11/05/73941/

[৭৭] **নাসিরনগরে হামলা: আ.লীগ নেতা গ্রেফতার** নয়াদিগন্ত, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/182459

[৭৮] **গোবিন্দগঞ্জে আরেক সাঁওতালের মৃত্যু, আতঙ্ক কাটেনি** প্রথম আলো, ১১ নভেম্বর ২০১৬, http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1018579/ এবং অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

[৭৯] Santal man killed, 1,500 families flee homes /নিউ এজ, ০৭ নভেম্বর ২০১৬, http://www.newagebd.net/article/2253/

[৮০]http://video.aljazeera.com/channels/eng/videos/exclusive%3A-bangladesh-santal-tribe-fighting-government-authorities-in-a-land-dispute/5243578292001;jsessionid=02BD65B0D509D4D90790A61A364655A6

উচ্ছেদের পর থেকে মানবেতর জীবনযাপন করছেন গোবিন্দগঞ্জের সাঁওতালরা। কলাপাতার তৈরি ঝুপড়িতে বাস করছেন অনেকেই। ছবিঃ যুগান্তর ২৩ নভেম্বর ২০১৬

শ্রমিকদের অধিকার

২০.শ্রমিকদের মানবাধিকার ২০১৬ সালে বিভিন্নভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা, বেতন-ভাতা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের দায়মুক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকরা ছাঁটাই হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন। মালিকদের অবহেলায় এই বছর বিভিন্ন কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৪৫ জন শ্রমিক মারা গেছেন।

●১০ সেপ্টেম্বর গাজীপুরের টঙ্গী এলাকায় অবস্থিত টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেড নামের একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপার তৈরির কারখানায় আগুন লেগে ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এরমধ্যে একজন শিশুও রয়েছেন।[৮১] *● ২২ নভেম্বর ঢাকা জেলার আশুলিয়ার জিরাব এলাকায় 'কালার ম্যাচ বিডি লিমিটেড' নামে একটি গ্যাস লাইটার প্রস্তুতকারক কারাখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ২৬ জন নারী ও শিশু দগ্ধ হয় এবং আঁখি (১৪) নামে এক মেয়ে শিশু শ্রমিক পরে মারা যান।*[৮২] *দুর্ঘটনার পরপরই বলা হয়েছে বয়লার বিস্ফোরণ থেকে এই ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণের পর কারখানার বয়লার রুম পরিদর্শন করে দুটি বয়লারই অক্ষত আছে বলে দাবি করেছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের বয়লার পরিদর্শক ইঞ্জিনিয়ার শরাফত আলী। তাঁর ধারণা গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কারখানাটির বয়লার অপারেটর ইনচার্জ ইমাম উদ্দিন বলেন, গত ৪ সেপ্টেম্বর থেকে গ্যাস লাইনে লিকেজ সৃষ্টি হয়েছিলো।*[৮৩]

[৮১] **'টাম্পাকো কারখানায় বিস্ফোরণ ১১ শ্রমিকের সন্ধান মেলেনি নয় দিনেও** - প্রথম আলো, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬; www.prothom-alo.com/bangladesh/article/979579/ **'টাম্পাকো ছিল 'মৃত্যুকূপ'/** প্রথম আলো, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬; www.prothom-alo.com/bangladesh/article/985570/

[৮২] **আশুলিয়ায় কারখানায় আগুন ২৬ নারী ও শিশু দগ্ধ** প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০১৬, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1026295/

[৮৩] **'বয়লার নয় গ্যাসলাইন লিক হয়ে বিস্ফোরণ ঘটেছে'টাম্পাকোর ভেতর থেকে বের হচ্ছে লাশের গন্ধ : এখনো নিখোঁজ ১৬** নয়া দিগন্ত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৬/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/152888

সাভারে আশুলিয়ার জিরাব এলাকায় অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে যায় কালার ম্যাচ বিডি লিমিটেড। ছবিঃ প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০১৬

২১. বাংলাদেশে শিশুরা এখনও বিভিন্ন কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যা শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক সনদের পরিপন্থী।

২২.তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই করা ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার বহু ঘটনা ঘটেছে এবং এর কারণে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

৫৩০০ টাকা থেকে ১৬০০০ টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ১২ ডিসেম্বর ঢাকা জেলার আশুলিয়ার জামগড়ার বেরন এলাকায় উইন্ডি অ্যাপরেলস কারখানা থেকে শ্রমিক আন্দোলন শুরু হলে তা আশেপাশের কারখানাসহ পুরো শিল্পাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করতে থাকেন। এই অবস্থায় তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের সংগঠন বিজেএমইএ ৮৫টি কারখানা ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করে এবং প্রায় ১৬০০ শ্রমিককে চাকরীচ্যুত করা হয় এবং ১৫০ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করাসহ ১৫০০ জনের বিরুদ্ধে ১০টি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়। মামলা দায়েরের পর ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়[৮৪], যাঁদের অধিকাংশই শ্রমিক নেতা।[৮৫] কারখানা খুলে দেয়াসহ কয়েকটি দাবিতে ১২টি শ্রমিক সংগঠনের জোটের ডাকা ২২ ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলন পুলিশের বাধার মুখে পন্ড হয়ে যায় এবং শ্রমিকনেত্রী মোশরেফা মিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হয়।[৮৬] গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার এর জেনারেল সেক্রেটারী রুহুল আমিন অভিযোগ করেন যে, প্রতি রাতে আওয়ামীলীগ কর্মীদের নিয়ে পুলিশ শ্রমিকদের বাড়ি-ঘরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের হেনস্তা করায় অনেক শ্রমিক লুকিয়ে আছেন।[৮৭]

[৮৪] LABOUR UNREST AT ASHULIA:1,600 workers sacked, 1,500 sued /নিউ এজ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬/ http://www.newagebd.net/article/5661/1600-workers-sacked-1500-sued

[৮৫] **আশুলিয়ায় শ্রমিক অসন্তোষ: ৬ মামলায় আসামি সহস্রাধিক; ছাঁটাই ২৫৬/** মানবজমিন ২৪ ডিসেম্বর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=46000&cat=3/

[৮৬] **গার্মেন্ট নেত্রী মিশু ডিবি কার্যালয়ে/** মানবজমিন ২৩ ডিসেম্বর ২০১৬/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=45856&cat=3/

[৮৭] LABOUR UNREST AT ASHULIA:1,600 workers sacked, 1,500 sued /নিউ এজ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬/ http://www.newagebd.net/article/5661/1600-workers-sacked-1500-sued

গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাঁদের দাবি দাওয়া নিয়ে বিজিএমএ ভবন এর সামনে বিক্ষোভ করেন, ছবিঃ নিউএজ ২৭ ডিসেম্বর ২০১৬

টাম্পাকো ফয়েলস লিমিটেডে বিস্ফোরণ। ছবিঃ দি ডেইলী স্টার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬

শ্রমিকদের পরিস্থিতিঃ তৈরী পোশাক শিল্প

তৈরি পোশাক শিল্প	বছর					মোট
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
নিহত	১১৫	১১৪৫	১	০	৪	১২৬৫
আহত	২৭৭৩	৫৫৬৬	৭৪৫	২৫০	৩৬১	৯৬৯৫

নারীর প্রতি সহিংসতা

২৩.২০১৬ সালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী পারিবারিক সহিংসতা, যৌতুক, ধর্ষণ, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই সময় বাল্যবিবাহ অব্যাহত থেকেছে। নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিকটিম ও সাক্ষির নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, আর্থিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আধিপত্য, নারীর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, আইনের প্রয়োগ না হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এই বছরও নারীরা সহিংসতার শিকার হয়েছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা (২০১২-২০১৬)

সহিংসতার ধরন	বছর					মোট
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
ধর্ষণ	৮০৫	৮১৪	৬৬৬	৭৮৯	৭৫৭	৩৮৩১
যৌতুক সহিংসতা	৮২২	৪৩৬	২৩৭	২০২	২০৬	১৯০৩
এসিড সহিংসতা	১০৫	৫৩	৬৬	৪৭	৪০	৩১১
যৌন হয়রানি	৪১০	২৮৫	২৭২	১৯১	২৭১	১৪২৯

২৪.বর্তমানে দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাবার পাশাপাশি গণধর্ষণের ঘটনাও ঘটছে। সেই সঙ্গে বিপদজনক দিকটি হলো প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের তুলনায় অধিকহারে মেয়ে শিশুদের ধর্ষণের শিকার হওয়া।

ধর্ষণ (২০১২-২০১৬)

সাল	মোট ভিকটিমের সংখ্যা	মোট নারীর সংখ্যা	মোট মেয়ে শিশুর সংখ্যা	অজ্ঞাত (বয়স জানা যায়নি)
২০১৬	৭৫৭	২৩২	৫১১	১৪
২০১৫	৭৮৯	২৯৩	৪৭৯	১৭
২০১৪	৬৬৬	২৪৪	৩৯৩	২৯
২০১৩	৮১৪	৩৩৬	৪৫২	২৬
২০১২	৮০৫	২৯৯	৪৭৩	৩৩
মোট	**৩৮৩১**	**১৪০৪**	**২৩০৮**	**১১৯**

গণ ধর্ষণ (২০১২-২০১৬)

সাল	গণ ধর্ষণ শিকার			মোট
	নারী	মেয়ে শিশু	অজ্ঞাত (বয়স জানা যায়নি)	
২০১৬	১০৭	৯৯	৬	**২১২**
২০১৫	১৪১	১৩১	৫	**২৭৭**
২০১৪	১১৮	৯২	১৭	**২২৭**
২০১৩	১২৭	৯৪	১৫	**২৩৬**
২০১২	১০১	৮৪	১২	**১৯৭**
মোট	৫৯৪	৫০০	৫৫	**১১৪৯**

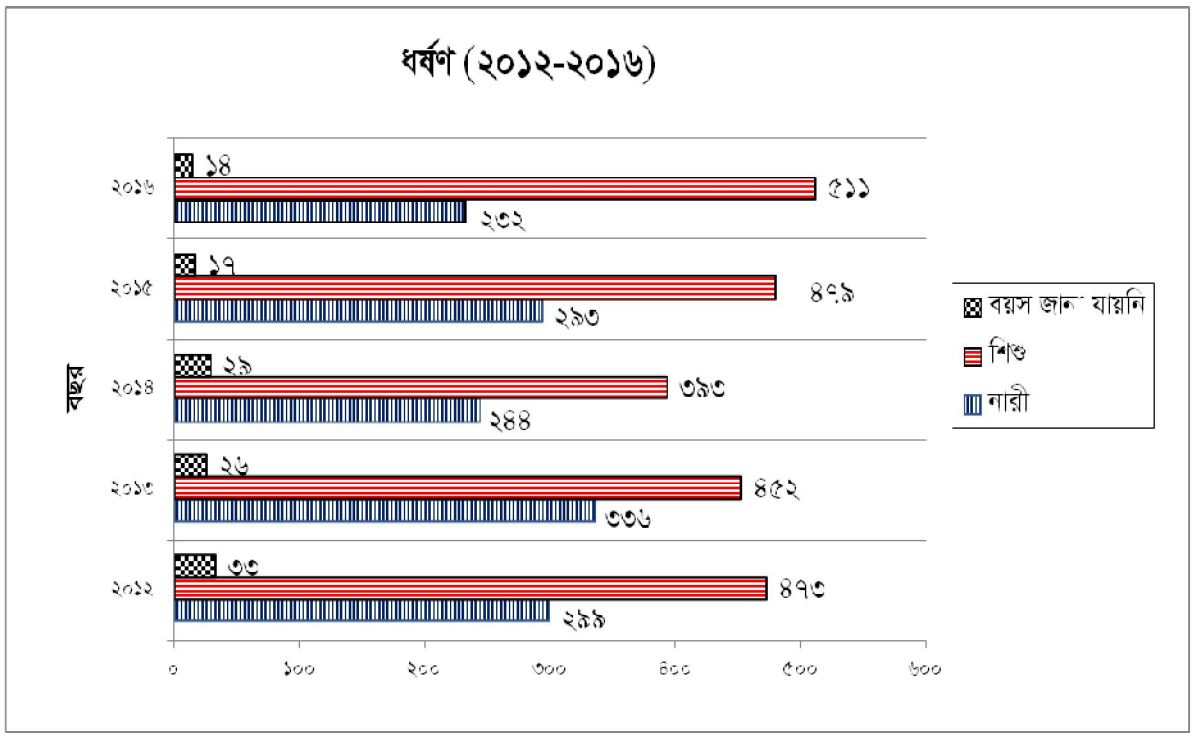

গ্রাফ- ৫: ধর্ষণ (২০১২-২০১৬)

●২০ মার্চ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী ১৯ বছর বয়সী সোহাগী জাহান তণুর লাশ কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের এক জঙ্গলে পাওয়া যায়। এ ঘটনায় এপ্রিল মাসে প্রথম ময়না তদন্তের প্রতিবেদন দেয়া হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, তণুর মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হয়নি। প্রতিবেদনে মাথার পেছনের জখমের কথা গোপন করা হয় এবং গলার নিচের আঁচড়কে পোকার কামড় বলে উল্লেখ করা হয়। এই নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও প্রতিবাদের কারণে মেডিকেল বোর্ড গঠন করে দ্বিতীয় দফা লাশের ময়না তদন্ত করার নির্দেশ দেয় আদালত। এরপর দ্বিতীয় দফায় ময়না তদন্তের সময় ডিএনএ পরীক্ষা করে ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বলে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুমিল্লা সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহ আবিদ নিশ্চিত করেন।[৮৮] তবে দ্বিতীয় দফা ময়না তদন্ত প্রতিবেদনটিও মৃত্যুর কারণ ও ধর্ষণ বিষয়ে অস্পষ্টতা রেখে জমা দেয়া হয়।[৮৯] তণু হত্যাকাণ্ডের মতো আলোচিত ঘটনার দুই রিপোর্টের মধ্যে গরমিল থাকায় স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য ধর্ষণ-হত্যার ঘটনাগুলোর ময়নাতদন্ত সঠিক, স্বচ্ছ ও বাহ্যিক চাপ বহির্ভূতভাবে হচ্ছে কি-না এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে ময়না তদন্তকারী অনেক ডাক্তারের বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে বা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চাপের কারণে ময়না তদন্ত রিপোর্ট পরিবর্তনের অভিযোগ রয়েছে, যা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে। ● ১৬ অক্টোবর ঝিনাইদহের কালিগঞ্জ থানার নলভাঙ্গা গ্রামে কাটভাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ কামালসহ কয়েকজন বখাটে কর্তৃক মেয়েকে উত্ত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় বাবা বর্গাচাষী শাহানূর বিশ্বাসের ওপর হামলা করে তাঁকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। এরপর ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে নেয়ার পর আহত শাহানূর বিশ্বাসের জীবন বাঁচাতে দুই পা কেটে ফেলতে হয়।[৯০]●

[৮৮] **ডিএনএ পরীক্ষায় ধর্ষণের আলামত মিলছে** প্রথম আলো, ১৭ মে ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/861301/

[৮৯] **তণু হত্যাকাণ্ড দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনও প্রশ্নবিদ্ধ** প্রথম আলো, ১৩ জুন ২০১৬/ www.prothom-alo.com/bangladesh/article/886513/

[৯০] **উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ: সব আসামি কারাগারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান পা হারানো শাহানূর** প্রথম আলো, ২৪ নভেম্বর, www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1027103/

মেয়ের উত্ত্যক্তকারী বখাটেদের হামলার শিকার শাহানূর বিশ্বাস, ছবিঃ যুগান্তর, ২২ নভেম্বর ২০১৬

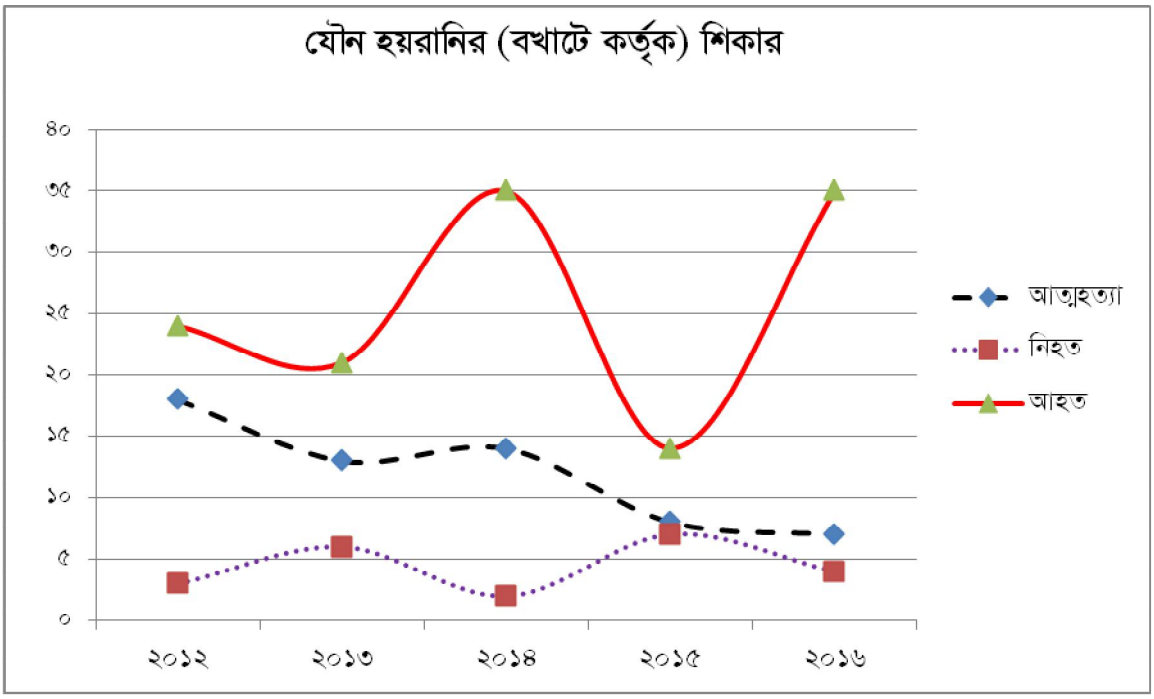

গ্রাফ-৫: যৌন হয়রানি (২০১২-২০১৬)

২৫. যৌতুক বিরোধী আইন থাকা সত্ত্বেও প্রতিমাসেই অনেক বিবাহিত নারী যৌতুকের দাবিতে হত্যার শিকার হচ্ছেন। এসিড নিক্ষেপের জন্য কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও এসিড এখনও দুর্বৃত্তদের হাতের নাগালে রয়েছে এবং নারী ও শিশু এবং এমনকি পুরুষরাও এসিড সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

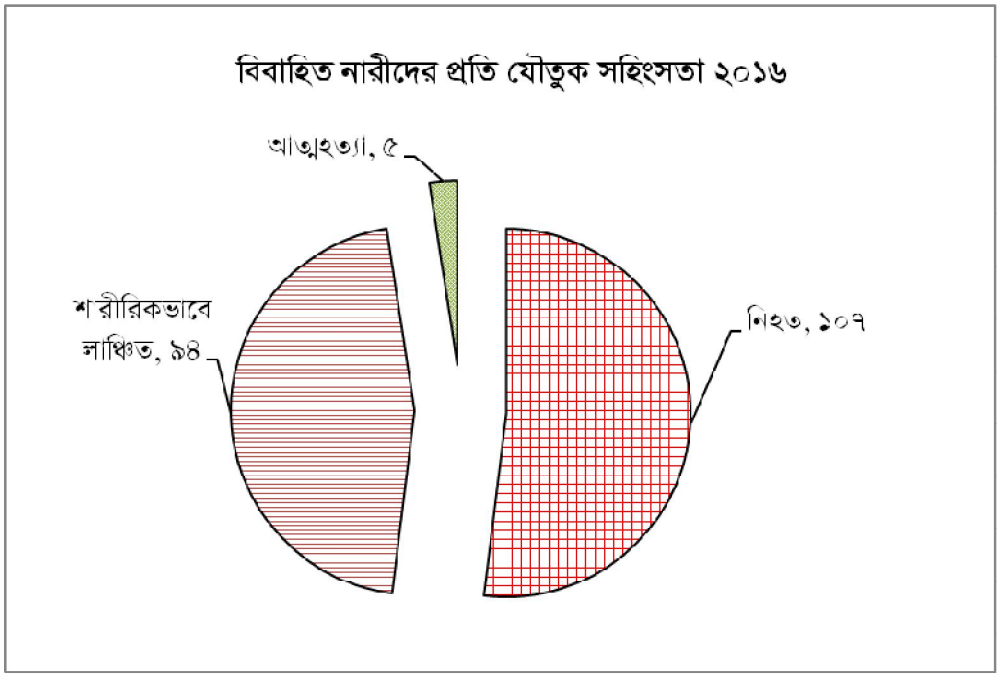

গ্রাফ- ৬: ২০১৬ সালে বিবাহিত নারীদের প্রতি যৌতুক সহিংসতা

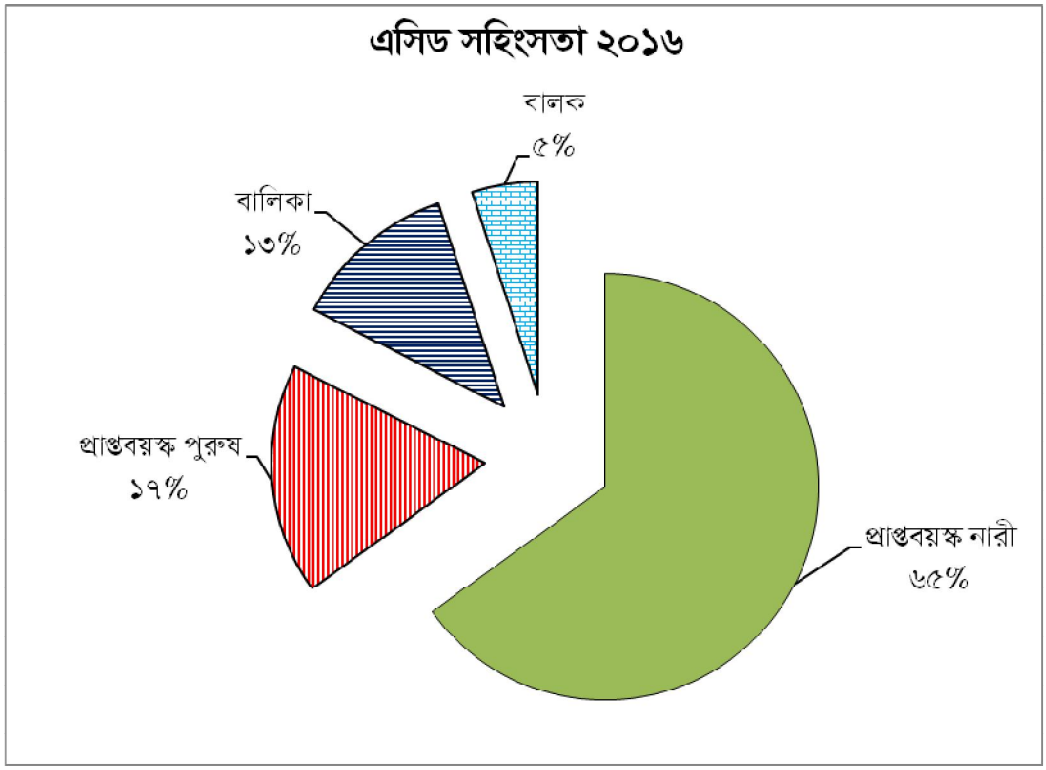

গ্রাফ- ৭: এসিড সহিংসতা ২০১৬

ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি

২৬.২০১৬ সালেও প্রতিবেশী বাংলাদেশের প্রতি ভারত সরকারের আগ্রাসী নীতি ছিল চরম। ভারত সরকার প্রায় বিনা খরচে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা নিয়েছে এবং অসমভাবে অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সীমান্তের শূন্য রেখা থেকে দেড় শ গজের মধ্যে বেড়া দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে তার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং বর্ষা মৌসুমে ফারাক্কা ও

গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো খুলে দিয়ে কৃত্রিমভাবে বন্যার সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে। এছাড়া ভারতীয় কোম্পানীর সাথে বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে রামপাল বিদুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু করে সুন্দরবন এবং এর চারপাশের প্রাণ ও জীব-বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ ঘটাচ্ছে, এছাড়াও ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বাংলাদেশে ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলো অবাধে প্রচারনার সুযোগে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে; অথচ ভারতে বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো প্রচারের ক্ষেত্রে রয়েছে বাধা । অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র হাতে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতন ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ২০১৬ সালেও ছিল অব্যাহত; যেগুলোর জন্য কোন গ্রহণযোগ্য ক্ষতিপূরণ কিংবা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। এই সময়কালে বিএসএফ'র গুলিতে এবং নির্যাতনে কুড়িগ্রাম জেলার আব্দুল বারেক (৩৫), আব্দুল গণি, মনছের আলী (৫০), নওগাঁ জেলার জয়নাল আবেদীন (৩০), চুয়াডাঙ্গা জেলার সিহাব উদ্দিন (১৬), পঞ্চগড় জেলার সুজন (২২), রাজশাহী জেলার রনি খালাশী (২৫), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বেনজির আহমেদ (২২), সেলিম উদ্দিন (২৪), শাহজাহান আলী ভুট্টো (৩৫) ও জোবদুল হক ভাদু (৩৫), দিনাজপুর জেলার আইয়ুব আলী (৩৫), নুরুজ্জামান (২৬), কুষ্টিয়া জেলার মামুন (২৫), সাতক্ষীরা জেলার মোহাম্মদ আজিহার রহমান (৩৪) সাতক্ষীরা সদর উপজেলার মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন (৩২) এবং লালমনিরহাট জেলার মহুবার রহমান (৩৮) সহ আরো অনেকে নিহত হন।[৯১]

লালমনিরহাট জেলায় বিএসএফ এর গুলিতে নিহত মহুবার রহমান, ছবিঃ অধিকার, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

সীমান্তে বিএসএফএর বাংলাদেশী হত্যার পরিসংখ্যান (২০১২-২০১৬)

ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন	বছর					মোট
	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	
বাংলাদেশী নিহত	৩৮	২৯	৩৫	৪৪	২৯	১৭৫
বাংলাদেশী আহত	১০০	৭৯	৬৮	৬০	৩৬	৩৪৩
বাংলাদেশী অপহরণ	৭৪	১২৭	৯৯	২৭	২২	৩৪৯

[৯১] অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

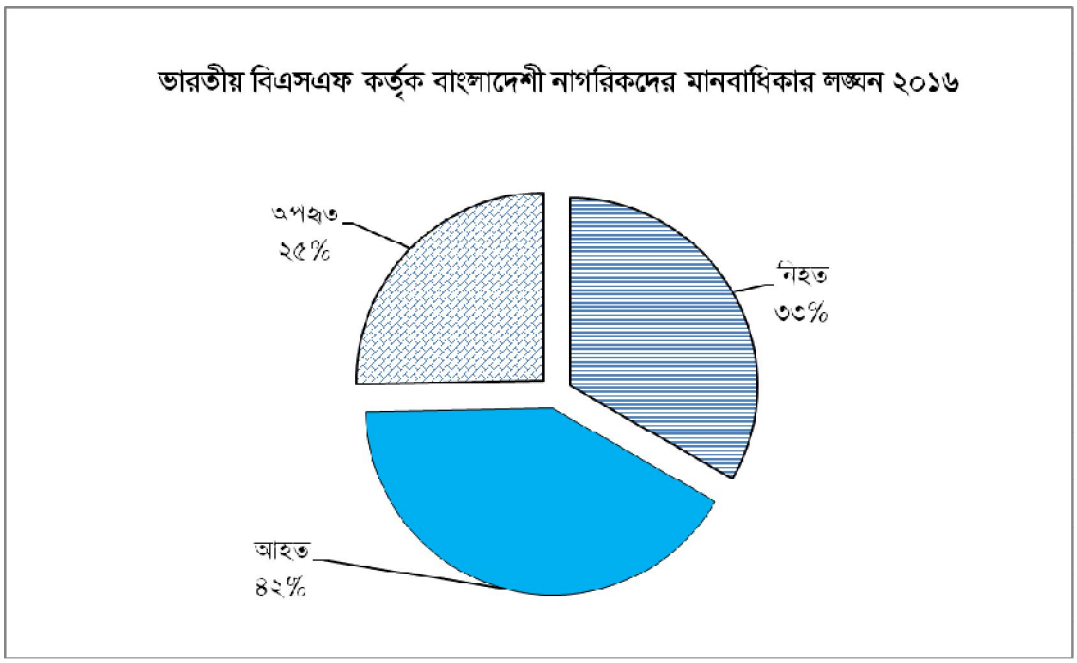

গ্রাফ- ৮: ২০১৬ সালে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নাগরিকদের গণহত্যা

২৭. মিয়ানমারে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গারা বহু বছর ধরে নিষ্পেশিত। সম্প্রতি ৯ অক্টোবর পুলিশের ফাঁড়িতে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের হামলার সূত্র ধরে অস্ত্র উদ্ধার অভিযানের নামে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলমান জনগোষ্ঠির ওপর সেখানকার সেনাবাহিনী পুনরায় হামলা চালায় ও গণহত্যা শুরু করে। এই ঘটনায় কয়েক শত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির সদস্য নিহত হয়েছেন এবং শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, লুটপাট ও শিশুদের আগুনে নিক্ষেপ করার মতো ঘটনা ঘটেছে।[৯২] এইভাবে ভয়াবহ হামলা ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে নির্মূল করার প্রক্রিয়া চালালে ব্যাপক সংখ্যক রোহিঙ্গা মুসলমান প্রাণ বাঁচাতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তাঁদের প্রবেশে বাধা দিয়ে চলেছে, এরপরও কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পেরেছেন। গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মানবাধিকার রক্ষার বিষয়গুলো বাংলাদেশ সরকারসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরে আসা উচিত।

[৯২] **মিয়ানমার সেনাবাহিনীর বর্বরতা: প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গল রাত কাটাচ্ছে রোহিঙ্গারা; না খেয়ে কাটছে দিন; সুচি সরকার এখনো চুপ** নয়াদিগন্ত, ২৩ নভেম্বর ২০১৬, http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/172905

বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের জন্য নাফ নদীর মিয়ানমারের অংশে অপেক্ষরত রোহিঙ্গারা। ছবিঃ প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০১৬

ছয় বছরের মেয়ে নুর সাহারা সীমান্ত পার হওয়ার সময় সে তাঁর মাকে হারিয়ে ফেলেছে, ছবিঃ এফপি

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

২৮.নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে কাজ করে এরকম সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ২০১৬ সালেও অব্যাহত ছিল। *অধিকার* এর ওপর চলমান হয়রানি ২০১৬ সালেও বহাল থেকেছে।[৯৩] *অধিকার* এর সব মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ রেখেছে সরকার এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের ওপর গোয়েন্দা নজরদারী অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার নির্বাচন পর্যবেক্ষণকালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় একজন মানবাধিকার কর্মীর পায়ে গুলি করেছে পুলিশ।

[৯৩] মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে সেগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে এ বিষয়ে *অধিকার* প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)'র সদস্যরা তুলে নিয়ে যেয়ে পরবর্তীতে আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। আদিলুর এবং এলানকে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন কারাগারে আটক রাখা হয়। ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* অফিসে এসে বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' এর অনুষ্ঠান গুমের শিকার ভিকটিম পরিবারগুলোর সদস্যদের সঙ্গে *অধিকার*কে পালন করতে দেয়নি সরকার। এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

অধিকার এর সুপারিশসমূহ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ সরকার অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অকার্যকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে কার্যকর করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন এবং অমানবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপশোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩. গুম এবং গুমের পর হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৪. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। গণগ্রেফতার ও কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের নামে মামলা দেয়া বন্ধ করতে হবে।

৫. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সাংবাদিকসহ সমস্ত মানবাধিকার কর্মীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সবগুলো মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৬. নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহতকারী ইন্টারনেটের ওপর নজরদারী বন্ধ করতে হবে। এনজিও বিষয়ক নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ভাষা বা ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে নাসিরনগর এবং গোবিন্দগঞ্জসহ সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর সংঘঠিত হামলাগুলোর সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের খুঁজে বের করে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং সমস্ত কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে। শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা থেকে বিরত রাখতে হবে। পুলিশ ও মালিকপক্ষ দ্বারা শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৯. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত

ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন অমান্য করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে ভারতের বেড়া নির্মাণ বন্ধ করতে হবে।

১১. ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগে নির্মানাধীন সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাতিল করতে ভারতকে চাপ দিতে হবে। আন্তর্জাতিক নদীর ওপর অবৈধভাবে শুধুমাত্র ভারতের স্বার্থে ফারাক্কা ও গজলডোবা বাঁধের স্লুইস গেইটগুলো বন্ধ বা খুলে দেয়া চলবে না।

১২. গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে এবং পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিতে বাংলাদেশ সরকারসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসতে হবে।

১৩. মানবাধিকার, উন্নয়নকর্মী ও পরিবেশ রক্ষাকর্মীদের ওপর নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।

-সমাপ্ত-